মুসলিম নারীর সংকট

মুসলিম নারীর সংকট

ড. উমর সুলাইমান আশকার

উদ্দীপন প্রকাশন

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া মহান আল্লাহর জন্য, যার দয়া ও প্রতিপালনে আমরা বেঁচে আছি।

আমাদের প্রিয় নবি, হেদায়েতের মশাল-হাতে প্রেরিত রাসুল হজরত মুহাম্মদের উপর আল্লাহ বর্ষণ করুন তার রহমত ও শান্তির ধারা। পাশাপাশি, সাহাবি, দ্বীনে ইসলামের পথে যত মনীষী ও ত্যাগী, একনিষ্ঠ ধার্মিক– সকলকেই আল্লাহ তার করুণা ও দয়ার চাদরে ঢেকে নিন।

পরকথা,

এই পুস্তিকায় শায়খ উমর সুলাইমান আশকার (রহ.) এর বক্তৃতা-সংকলন *'মুহাদারাতুন ইসলামিয়্যাতুন হাদিফাতুন'* গ্রন্থ থেকে আরো একটি বক্তৃতার অনুবাদ মলাটবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহর রহমতে পূর্বে *'সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব'* নামে তার আরো তিনটি বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

এই পুস্তিকাতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা বিদ্যমান। অর্থাৎ নারীজাতি নিয়ে প্রগতিবাদীদের ইসলামের সঙ্গে চলমান সংঘাত। তারা আধুনিকতা, সভ্যতা, প্রগতি ইত্যাদির নামে নারীকে ইসলামের মমতাময়ী কোল থেকে কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু বাস্তবে তারা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, সেই ডাকে সাড়া দেওয়া নারীর গন্তব্য অবশেষে কোথায় হয়, সে-সংক্রান্ত আলোচনা ও বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণসহ এই বক্তৃতাটি গতিলাভ করেছে। পাশাপাশি, মহান প্রতিপালক আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম ইসলাম নারীর জন্য কী রেখেছে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে এতে।

আশা করি, পাঠক আলোচনাটি থেকে ফায়দা পাবেন আল্লাহর রহমতে।

অনুবাদটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যত্নসহকারে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করেছি। প্রিয় বাংলাভাষীদের নিকট মূল বিষয় ও শায়খ আশকারের মনের ভাবকে বোধগম্য ও সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মানবিক দুর্বলতার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারে না– আমিও পারব না। অতএব, যে-কোনো ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি পাঠকের নজরে এলে সেটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তা জানানোর অনুরোধ থাকল– ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময়ে শুধরে নেওয়া হবে।

বইটির কাজ করতে গিয়ে আমি যাদের নিকট অল্প সাহায্যও পেয়েছি, তাদের সকলের নিকটই আমি ঋণী। আল্লাহ তাদের যথাযথ প্রতিদান দিন তারপর আরো বাড়িয়ে দিন। বিশেষ করে, মূল সংকলন শায়খ আশকার (রহ.)-কে তিনি জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

সাকিব

নেত্রোকোনা

১৩.১১.২০১৯খ্রি.।

রচয়িতা-পরিচিতি

তিনি ড. উমর সুলাইমান আশকার নামে পরিচিত । তার নাম উমর, পিতার নাম সুলাইমান এবং দাদার নাম আব্দুল্লাহ। আশকার তাদের বংশীয় উপাধী। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনের নাবলুস জেলার অন্তর্গত বারকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

তার জন্ম ইলমপূর্ণ এক পরিবারে। যেমন তার বড় ভাই ড. মুহাম্মদ সুলাইমান আশকার উসুলে ফিকহে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

উমর আশকার তেরো বৎসর বয়সে ফিলিস্তিন থেকে সৌদি আরবের মদিনায় গমন করেন। সেখানে তিনি মাধ্যমিক পড়াশোনা সমাপ্ত করে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর মদিনা ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারিক হিসেবে কিছু সময় কর্মরত থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কুয়েত চলে যান। অতঃপর আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ১৯৮০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শরিয়া অনুষদ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার অভিসন্দর্ভ ছিল তুলনামূলক ফিকহ নিয়ে- যার শিরোনাম ছিল ***"আন-নিয়্যাত ওয়া-মাকাসিদুল মুকাল্লাফিন"***। এরপর কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। সেখানে তিনি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন, এরপর জর্ডান চলে যান। সেখানে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া অনুষদে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান; অতঃপর যারকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদে আসীন হন। অবশেষে গবেষণা ও রচনায় মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে তিনি অধ্যাপনা থেকে

অব্যাহতি নেন। শায়খ আশকারের বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে।

মৃত্যু

রোগে আক্রান্ত থাকার পর ১০ আগস্ট, ২০১২ মোতাবেক ২২ রমজান, ১৪৩৩ সালে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে প্রায় ৭২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষক এবং ছাত্র

অনেক সংখ্যক শায়খ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন তার ভাই ও তার প্রথম শিক্ষক শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আশকার, শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, শায়খ আব্দুল জলিল কারকাশাওয়ি -রাহিমাহুমুল্লাহ- প্রমুখ।

আর তার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ ইবরাহিম আলি, শায়খ ইহসান উতাইবি, শায়খ উসামা ফাতহি, শায়খ উমর ইবরাহিম আদি, স্বীয় পুত্র ড. উসামা উমর আশকার, শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ জুরানি, শায়খ আবু কুতাইবা মুহাম্মদ আব্দুল আযিয, হামাসের রাজনৈতিক নেতা খালিদ মেশাল প্রমুখ।

রচনাবলি

শায়খ আশকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ হিসেবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, *‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আকিদা-সিরিজ’*, *‘আকিদার জড়’*, *‘প্রভুর আইন চাই-মানবরচিত আইন নয়’*, *‘মন্ত্রণালয় ও পার্লামেন্টে যোগদানের বিধান’*, *‘রাসুল ও রিসালাত’*, *‘ইসলামি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য’*, *‘আলেমদের বাগানে বিচরণ ও জীবনের সফর’*,*‘ফেরেশতাদের জগৎ’*,*‘জিন ও শয়তানের জগৎ’*,*‘ছোট কিয়ামত’*, *‘বড় কিয়ামত’*,*‘জান্নাত ও জাহান্নাম’* ইত্যাদি।

সূত্র: Wikipedia article: عمر بن سليمان الأشقر

বক্তৃতার প্রেক্ষাপট

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; আমরা তার প্রশংসা বর্ণনা করছি, তার কাছে সাহায্য, ক্ষমা ও হেদায়েত কামনা করছি এবং আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর যার জন্য তিনি ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দেন, তাকে কেউ সুপথে টেনে আনতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সৃষ্টির সকল অংশের একচ্ছত্র অধিপতি একক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং এ ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) তার বান্দা আর তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল।

পরকথা,

আমি এই বক্তৃতাটি দিয়েছিলাম 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কুয়েত'-এর অধীনস্ত 'শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'-এর নারী সমাবেশে। উপস্থিত মহীয়সীদের মধ্যে আলোচনাটির সুপ্রভাব পড়েছিল। অতঃপর আমার মনে হলো, একে ব্যাপকভাবে ফায়দাজনক করতে হলে তা গ্রন্থবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এই আলোচনাটি সে-সমস্ত নারী-স্বাধীনতাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করবে, যারা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের নারীসমাজের পৃষ্ঠপোষক বলে দাবি করে থাকে, পাশাপাশি এদের ধ্যানধারণার স্বরূপও স্পষ্ট করে তুলবে; এরপর নারীর সত্যিকার পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় বর্ণনা করবে।

নারীজাতির উদ্দেশে আমার আহ্বান হলো, আপনাদের এ বিষয়টি বুঝা কর্তব্য যে ইসলামের দিকে আহ্বানকারীগণই প্রকৃতপক্ষে আপনাদের জন্য কল্যাণকামী এবং তারাই মূলত সেই কল্যাণ খুঁজে বের করতে তৎপর।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ঘরানার প্রগতিবাদীরা আপনাদের জন্য মোটেও কল্যাণকামী কেউ নয় আর আপনাদের জন্য মঙ্গলজনক কোনো সুপ্রচেষ্টাতেও তাদের কোনোরূপ তৎপরতা নেই।

আল্লাহর কাছে কামনা করি, এই পুস্তিকাকে যেন তিনি তার বান্দাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন এবং এই প্রচেষ্টার দরুন আমাকে যেন তার বিনিময় প্রদান করেন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং আমাদের নিকটবর্তী ও আহ্বানে সাড়াদানকারী।

স্বঘোষিত নির্বোধ সংস্কারকদের স্বরূপ

মুসলিম জাতি ও ইসলাম প্রচারকদের বিশ্বাস হচ্ছে, আকিদা-বিশ্বাস, নীতি-সংবিধান এবং জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে আঁকড়িয়ে ধরার মধ্যেই তাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সফলতা নির্ভর করে থাকে। আমরা মুসলিমরা এটিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ইসলাম হতে যত দূরে সরে যাব, ঠিক সেই পরিমাণ দূর্ভোগও আমাদের পিছু নেবে। কারণ আমরা আল্লাহর এই সত্যবাণীর উপর পূর্ণরূপে বিশ্বাসী– তিনি বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ
كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট কোনো পথনির্দেশ আসে, তখন যে আমার নির্দেশনার অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট আর দুর্ভাগা হবে না। আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে সংকটময় এক জীবন আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাব; সে বলবে: হে আমার রব, আমি তো দুনিয়াতে দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, তবে কেন আমাকে এরূপ অন্ধ করে ওঠালেন? তিনি -আল্লাহ- বলবেন: এভাবেই তোমার কাছে আমার নিদর্শন এসেছিল আর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তেমনই তোমাকেও আজ ভুলে যাওয়া হবে।

এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারী ও আপন প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি অস্বীকারকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি; আর পরকালের শাস্তি নিশ্চয় অধিকতর কঠোর ও স্থায়ী"।[১]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম দেশগুলোতে স্বয়ং ইসলামের শত্রুরাই আমাদের পথপ্রদর্শক আর সংশোধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। তাদের দাবি মতে, তারাই হচ্ছে মানবজাতির বেদনা-যন্ত্রণা দূরকারী প্রকৃত মুমিন ও সংস্কারক, তাদের গৃহীত পন্থার মাধ্যমেই জাতি সবচেয়ে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে যাবে এবং টিকে থাকার লড়াইয়ে স্থায়িত্বের উপকরণ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রকার লোকের বাস্তব অবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি তাদেরকে তাদের দাবির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের ইমানের ব্যাপারেও জালিয়াত প্রতিপন্ন করেছেন– তিনি কুরআনে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

"কতক লোক বলে– আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ইমান এনেছি, কিন্তু তারা -প্রকৃতপক্ষে- মুমিন নয়।"[২]

তিনি আমাদের আরো অবগত করে দিয়েছেন যে তাদের এসব কথাবার্তা হচ্ছে শুধুই ধোঁকা; অবশ্য এর দ্বারা তারা আল্লাহ ও তার মুমিন বান্দাদের প্রতারিত করতে সক্ষম হয় না। যেমন আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

"ওরা আল্লাহ ও ইমানদারদের ধোঁকা দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ধোঁকা দিয়ে থাকে, তবে সেটি তারা অনুধাবন করতে পারে না।"[৩]

তাদের কর্মকাণ্ডের পেছনে মূলত সংশোধনমনা কোনো ইচ্ছা কাজ করে না; বরং তা উৎপন্ন হয় তাদের অন্তরের সৃষ্ট রোগ থেকে– যেই রোগ জন্ম নেয়

---

১. সুরা তহা: ১২৩-১২৭।

২. সুরা বাকারা: ৮।

৩. সুরা বাকারা: ৯।

প্রবৃত্তির কামনা এবং অন্তরকে আচ্ছাদিত করে ফেলা সংশয়ের আঁস্তাকুড় থেকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

"তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ সেটি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন; আর তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৪]

অন্যদিকে তাদের যখন সমাজ-সংশোধনধর্মী আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে আহ্বান করা হয়, সত্যের বাণীর বিরোধিতা করতে বারণ করা হয় এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে কী কারণে তাদের গৃহীত অবস্থান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ, তখন তারা অহংকার প্রদর্শন করে ওঠে আর উলটো নিজেদেরই সংশোধনকারী দাবি করে হঠধর্মিতা প্রকাশ করতে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

"যখন তাদের বলা হয় যে তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে– আমরাই বরং সংশোধনকারী! হে নবি, নিশ্চয় এরাই বিশৃঙ্খলাকারী, কিন্তু সেই অনুধাবনশক্তি তাদের নেই।"[৫]

এ ছাড়া তাদের যখন শ্রেষ্ঠতর মানবমণ্ডলী ও তাদের মতপথ অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনও তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে; বরং নবি-রাসুল ও তাদের অনুসারীদেরই তারা নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু বাস্তবতায় তারাই হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায়। এ ব্যাপারে কুরআন বলে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

---

৪. সুরা বাকারা: ১০।

৫. সুরা বাকারা: ১১-১২।

"তাদের যখন বলা হয় যে তোমরা ইমানদার মানুষদের মতো ইমান আনো, তখন তারা বলে– আমরা কি নির্বোধ লোকদের মতো ইমান আনব! হে নবি, মূলত ওরাই নির্বোধ, কিন্তু সেই জ্ঞান তাদের নেই।"[৬]

তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এরা হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহদ্রোহিতা বিস্তারকারী শয়তান এবং ইহুদি-খ্রিস্টান-কমিউনিস্ট-নাস্তিকদের অনুসারী। এরা তাদের কাল্পনিক ও অবাস্তব ভাবনাধারা থেকে নিজেদের চেতনা-দর্শন গ্রহণ করে থাকে। এদের চালচলনের স্বরূপ বুঝাতে কুরআনে এভাবে এসেছে,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝

"তাদের যখন ইমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন বলে– আমরা ইমান এনেছি; আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে– আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, ওখানে তো কেবল ঠাট্টাতামাশা করি।"[৭]

বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালাও এদের ব্যাপারে ভ্রষ্টতা আর পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

"এরা হচ্ছে তারা, যারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে; কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভের মুখ দেখেনি আর তারা সুপথপ্রাপ্তও হয়নি।"[৮]

---

৬. সুরা বাকারা: ১৩।

৭. সুরা বাকারা: ১৪।

৮. সুরা বাকারা: ১৬।

প্রগতিবাদীদের স্বরূপ

বর্তমানে আমাদের দেশগুলোতে এ ধরণের প্রচুর লোক বিরাজমান। তারা নিজেদের ইমানদার ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বলে দাবি করে, পাশাপাশি নিজেদের জাতির সংস্কারক, অগ্রসরমান আর সভ্য-সংস্কৃত বলে প্রচার করে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, এরা আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মতে সন্তুষ্ট নয় এবং ধর্মীয় আইন ও পথপন্থাকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতেও প্রস্তুত নয়; উলটো তারা প্রকৃত মুসলিম ও ইসলাম প্রচারকদের দিকেই মূর্খতা, ধর্মান্ধতা ও অনগ্রসরতার তির নিক্ষেপ করে থাকে!

সত্য বলতে, এদের স্বরূপ যখন প্রকাশ পায়, তখন আমাদের সামনে অসুস্থ হৃদয়বিশিষ্ট কিছু মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে, যারা তাদের প্রবৃত্তির শিকলে বন্দি এবং আপন কামনাবাসনার কাছে পরাজিত; চারিদিক হতে এরা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। আমরা এদের চিন্তাচেতনার শিকড় খুঁজতে গেলে দেখতে পাব, তারা ইসলামের শত্রুদের ভাবনাধারার মাধ্যমে চেতনাপুষ্ট হয়েছে আর সে-দলের শিক্ষাদীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তাদের পথ অঙ্কিত হয়েছে।

আমাদের নিয়ে এদের বাণিজ্যচিন্তা

এরা মুসলিম উম্মতের সামনে তাদের স্বরূপ আড়াল করে থাকে। এ জন্য তারা নিজেদের উপর জাতির শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, দিকনির্দেশক, চিন্তাবিদ ইত্যাদির পোশাক জড়িয়ে রাখে আর দাবি করতে থাকে– তারাই হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক-নারীপুরুষ তথা সকল শ্রেণির ত্রাণকর্তা। তারা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করার সময় বলে থাকে যে খুব শীঘ্রই তারা তাদের জন্য কল্যাণ-উন্নতি সাধনে এবং তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। তবে সত্য বলতে, এরা মূলত তাদের পুঁজি করে বাণিজ্যস্বার্থ হাসিলের প্রয়াসী।

সেই ধোঁকাবাজির ভিড় থেকে আমরা আজ কেবল তাদের নারীবাণিজ্য বিষয়ক পর্দাটি ফাঁস করতে চেষ্টা করব। আপনাদের নিকট স্পষ্ট করব যে প্রগতি-সভ্যতার স্বঘোষিত এসমস্ত ধ্বজাধারী মোটেও অগ্রসরমান ও সভ্যবভ্য কেউ নয়; বরং এরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদপদ এবং অনগ্রসরতার শিকার। এদের ভণ্ডামি আর ভ্রষ্টতা তুলে ধরে দেখাব যে এদের নারীদরদ মূলত বস্তাপচা কিছু মিথ্যা-ছলনার স্তূপ; বরং এদের লক্ষ্য হচ্ছে, এ বিষয়টিকে পুঁজি করে নিজেদের অসুস্থ হৃদয়কে ঠাণ্ডা করা এবং আপন প্রবৃত্তির স্বর্গরাজ্যের নাগাল পাওয়া।

পাশাপাশি এখানে নারীর প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক তথা আল্লাহর দ্বীন ও তার বিধান প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বানকারী ইসলাম প্রচারকগণের পরিচয় তুলে ধরতেও চেষ্টা করব। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এই শরিয়ত পালনের মধ্যেই মানবজাতির– বিশেষ করে নারীজাতির সৌভাগ্যের চাবিকাঠি লুক্কায়িত রয়েছে; আর আনন্দের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম প্রচারকগণই মূলত কল্যাণ বাস্তবায়নকারী সেই প্রকৃত, পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জীবনব্যবস্থার ধারকবাহক...।

সাহায্যের শুভবার্তা

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইতোমধ্যে আসমানি সাহায্যের দেখা মিলেছে, যা দ্বারা নবরূপে সেখানে ইসলামের ঝাণ্ডা উচ্চকিত হবে। ফলে মানবসমাজ আলোকিত হয়ে ওঠবে আর সত্যবাণী আপন স্থান ফিরে পাওয়ার মাধ্যমে তির ও ধনুক যেন প্রকৃত অধিকারীর হাতেই প্রত্যর্পিত হবে।

সেই সুসংবাদের রূপটি প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের ইমানদার উত্তম যুবসমাজের মধ্যে। তারা প্রত্যেক স্থানে ধাবমানতার সাথে মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে আর তার বিধানকে সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলছে। কিন্তু এর দায়ে তাদের উপর নেমে আসছে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন, মুসিবত; তবে তারা সে-সবকে পাত্তাই দিচ্ছে না। এরা হচ্ছে উদ্যমী নবযুবকদল ও প্রস্ফুটিত নবযুবতীদের এক প্রজন্ম।

এসমস্ত নবযৌবনপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে আজ কায়রো, দামেশক, কুয়েত, করাচিসহ অন্যান্য স্থানে আল্লাহর কিতাবের অভিমুখী হয়ে তার সুমিষ্ট স্বচ্ছ ঝরনাধারা হতে তৃপ্ত হচ্ছে। তারা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরে কুফরি বিস্তারকারী শয়তানের অনুসারীদের সৃষ্ট কেবলা মস্কো, ওয়াশিংটন, লন্ডন ইত্যাদির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আপন রবের সুপ্রাচীন ঘর কাবার অভিমুখী হয়েছে। কেননা, মহামহিম প্রভু তাদের আদেশ করেছেন,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝

"তুমি যেখান থেকেই বের হও না-কেন, মসজিদে হারামের অভিমুখী হও; আর যেখানেই থাক না-কেন, সেদিকেরই অভিমুখী হয়ো।"[৯]

পাশাপাশি মুসলিম নারী-তরুণীরাও আপন ধর্ম ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে, আর তাদের সেই প্রত্যাবর্তনে বিরাজমান মুসলিম হওয়ার গর্ববোধ...। তারা প্যারিস-বিউটি আর হলিউড-অভিনেত্রীদের প্রতি আকর্ষণের মানসিকতাকে ছুড়ে ফেলে দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে কুরআনে বর্ণিত মহীয়সী নারীদের পথে আর তাদের অনুকরণের প্রত্যয় নিয়ে...।

নেকড়ের গর্জন-অজগরের শিসধ্বনি

এই দ্বীন ও জাতির প্রতি নেমে আসা সাহায্যের লক্ষণ দেখতে পেয়ে আমাদের অমঙ্গল কামনাকারীদের হৃৎপিণ্ড থেকে যেন রক্ত ঝরা শুরু হলো, তাদের স্বপ্নসাধ যেন বালির প্রাসাদের ন্যায় গুঁড়িয়ে পড়তে লাগল। বিধায় তারা সব প্রান্ত থেকে ছুটে এসে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মস্কো ও তেলআবিবের মতো স্থানগুলোতে জমায়েত হতে শুরু করল এবং বন্দিরূপি জাতিগুলোর মধ্যে জেগে উঠতে থাকা বিদ্রোহের আলোড়ন-আওয়াজকে দমাতে ধ্বংস ও বিনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

আমি দক্ষ করলাম, বিগত কয়েক বছরে কুফরিশক্তির রাজধানীগুলো মিডিয়াতে পারস্পরিক আহ্বানের ঝড় তুলেছে। এসবের পেছনে মূলত লক্ষ্য ছিল, তুরস্ক, পাকিস্তান, মিসর, জর্ডান ইত্যাদি রাষ্ট্রের ইসলামি অঙ্গনে সৃষ্ট-জাগরণের অশনি সংকেতকে প্রতিহত করা। প্রচার-প্রচারণা ও পর্যালোচনা-বিশ্লেষণের পর সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে আসন্ন এই বিপদের বৃদ্ধির পূর্ণতা, পেশীর শক্তিমত্তা ও তাপ প্রখরতায় পৌঁছার পূর্বেই একে প্রতিহতকরণের আয়োজন গ্রহণ অপরিহার্য।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রীতি ভিন্ন রকম, তিনি বলেন,

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

---

৯. সুরা বাকারা: ১৫০।

"তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছিল, অপরদিকে আল্লাহও আপন কৌশল প্রয়োগ করছিলেন; বস্তুত আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।"[১০]

অতএব অচির ভবিষ্যতেই ওরা জানতে পারবে যে তাদের চেষ্টাসাধনা ছিল নিষ্ফল আর তাদের কর্মকাণ্ড অবশেষে তাদের জন্য শুধু আফসোস ও ক্ষতিরই কারণ হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۝

"তারা সম্পদ ব্যয় করবে, তারপর সেই ব্যয় তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে।"[১১]

কারণ. আল্লাহর রাসুল এবং মুমিন বান্দাদের ইহজগৎ ও পরজগতের সহযোগী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা! কুরআনে কী এসেছে দেখুন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

"তিনি আল্লাহ, যিনি আপন রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন সেই দ্বীন অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়- যদিও সেটি মুশরিকদের নিকট অপছন্দের হয়।"[১২]

---

১০. সুরা আনফাল: ৩০।

১১. সুরা আনফাল: ৩৬।

১২. সুরা তাওবাহ: ৩৩।

কুফরিশক্তির তর্জনগর্জন আর তোতাদের চিৎকার-চেঁচামেচি

কাফের রাষ্টগুলোতে হর্তাকর্তাদের হম্বিতম্বি শুরু হতেই মুসলিমবিশ্বে অবস্থিত তাদের লেজগুলোও নড়াচড়া করে উঠল। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম)-এর মুখে এসমস্ত লেজপ্রকৃতির মানুষের আসল কর্মপরিচয় বিবৃত হয়েছে; তিনি বলেন, "*এরা জাহান্নামাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে। যে-ই তাদের ডাকে সাড়া দেবে, তাকেই সেখানে পৌঁছে দেবে।*" তিনি তাদের জাতীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, "*ওরা আমাদেরই স্ববর্ণীয় এবং স্বভাষী লোক।*"

বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন– তথা সমগ্র মিডিয়াব্যবস্থা তখন কুফরের হর্তাকর্তাদের কথাবার্তা বিরামহীনভাবে প্রচার করতে শুরু করে। যে-সমস্ত মুসলিম তরুণী আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহ-রাসুল ও ইসলামের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তাদের উপর জঘণ্য এক তোরজোর শুরু হয়। তাদের উপর অপমান, অভিযোগ আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যজনক নানান উপাধী স্ববেগে ছুটে আসতে থাকে, পর্দা আর পর্দাশীল নারীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নিকৃষ্ট আক্রমণ।

ওরা বলতে শুরু করে, পর্দা হচ্ছে নিকৃষ্ট এক প্রবণতা।

তাদের একজন বলল,[১৩] পর্দা হচ্ছে নারী-লাঞ্ছনার প্রতীক, প্রকৃতির দানের সাথে অবাধ্যতা এবং প্রকৃত, প্রশস্ত ও উর্বর জীবনের মাঝে জোরবিচ্ছেদের প্রতিচ্ছবি।

---

১৩. আফিফ ফারাজ: '*মাজাল্লাতুল উসবুয়িল আরাবি*': সংখ্যা: ৮৩১: তারিখ: ১২.৫.১৯৭৫খ্রি.।

কোনো এক মুসলিম দেশের বিচারক বলল,[১৪] পর্দা হচ্ছে প্রাচীনতম ভেঙে পড়া প্রথাগুলোর একটি প্রথা মাত্র।

তাদের অন্য একজনের বক্তব্য হলো, পর্দা করা হয় একমাত্র শারীরিক ত্রুটি-অসৌন্দর্যগুলো ঢেকে রাখা এবং বিয়ের বাজার থেকে ছিটকে পড়া তরুণীদের কোনো ধার্মিক যুবককে পটিয়ে নেওয়ার জন্য।

তারা আরো বলল, এটি কী ধরনের ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা!

অন্য কারো ভাষ্য ছিল, পর্দায় ফিরে যাওয়া মানে হচ্ছে প্রথমদিকের অন্ধকার যুগে ফিরে যাওয়া।

অন্য কেউ বলল, পর্দা কেবল প্রাচীন মূর্খ সমাজব্যবস্থার জন্যই কল্যাণকর হতে পারে।

এমনইভাবে, এক তরুণী নিজের অন্যায়কে আড়াল করার জন্য পর্দাকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করছে, এমন একটি গল্প রচনা করে মিসরি এক লেখিকা পর্দাশীল মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে হুলস্থুল ফেলে দিলো।

---

১৪. তিনি হচ্ছেন بورقية (বোর্কিয়া)।

এদের শেকড় যেখানে

মুসলিম নারীদের ইসলামে প্রত্যাবর্তনের কারণে ক্রোধে একটি দলের অন্তর জ্বলে গেছে, বিধায় তারা এসমস্ত কথাবার্তা বলে মুখে ফেনা তুলছে। এদের সকলের কথাবার্তা ও চিন্তাচেতনার কেন্দ্রভূমি হচ্ছে মূলত সমুদ্র ওপারের ভিনদেশীরা। স্বয়ং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন প্রগতিবাদী লেখক সাপ্তাহিক সাময়িকীতে লিখেছেন,[১৫] *"আমরা এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক প্রথম প্রজন্মের স্বাধীনতার দাবির পরিমাণ ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল, যতটুকু মানসিকতা ও আধুনিকতা তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল।"*

তার কথায় এটিও রয়েছে, *"প্রথম প্রজন্ম ছিল এমন বাতির মতো, যারা সবাই কমবেশি পশ্চিমা সভ্যতার উন্নত চিন্তাচেতনার মাধ্যমে নিজেদের সলতা ভিজিয়েছিল।"*

উল্লেখ্য, এখানে প্রথম প্রজন্ম বলতে তাদের বুঝানো হচ্ছে, যারা প্রথমদিকে নারী স্বাধীনতার আওয়াজ তুলেছিল। যেমন- রিফাআ তাহতাবি, মুহাম্মদ আবদুহ, আফগানি, কাসেম আমিন, ফারাহ এন্টন, শিবলি শামিল প্রমুখ।[১৬]

---

১৫. *'মাজাল্লাতু সাদাল উসবুয়ি'*: সংখ্যা: ৩২০; তারিখ: ১৯.১০.১৯৭৬খ্রি.।

১৬. এদের কেউ কেউ প্রগতিবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাথে মতের মিল পাওয়া যায়। যেমন- মুহাম্মদ আবদুহ।

এদের বাস্তবতা

বর্তমান এই ঘরানাটির চিন্তাচেতনা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এদের দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি। এদের প্রথম শ্রেণিটি মূলত নিজেদের আহ্বানের বাস্তবতা ও গন্তব্য সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ। এরা নিজেদের বক্তব্যের ভেতরকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। শয়তান এদের তার ধোঁকার জালে জড়িয়ে নিয়েছে। এ জন্যই তারা মারাত্মক বিষকে রোগ দূরকারী ওষুধ, নষ্ট খাবারকে ভালো ও সুস্বাদু আর ময়লা পানিকে সালসাবিলের অমৃত বলে ধারণা করছে...।

এদের কারো অবস্থা দিনকানা বাঁদুরের অবস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। এই প্রাণিটির মতো এরাও সত্য-সঠিক বিষয়কে কিছুতেই দেখতে পায় না আর অন্ধকারকে যেন ছেড়েই আসতে চায় না; অথচ তারা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম না!

আমরা যারা মানুষকে ইসলামের দিকে ডেকে থাকি, তাই চাচ্ছি যে এদের সামনে তাদের ভ্রান্তির জটগুলো খুলে দিয়ে বাস্তবতার গল্পটি তুলে ধরতে। আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, তারা যদি ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পারে, তবে অন্য কোনো কিছুকেই ইসলামের বিকল্প হিসাবে মেনে নেবে না এবং এর পরিবর্তে অন্যকিছুর আকাঙ্ক্ষাও করবে না। কারণ, ইসলাম যে হচ্ছে উজ্জ্বল সূর্য আর স্বয়ং নিজেই এক আলোকখণ্ড। আর বলুন– সূর্যকে চেনার পর কে-ই-বা অন্ধকারকে আপন করে নিতে পারে! তদ্রূপ, সত্য উপলব্ধি করার পর অন্তর কী করেই-বা তার স্থলে অপবিত্রতার আবর্জনা ধরে করে রাখতে পারে!! আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿﴾

"এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি রুহ অবতীর্ণ করেছি। তুমি কিতাব বা ইমান, কোনোটির পরিচয় সম্বন্ধেই অবগত ছিলে না। কিন্তু আমি সেটিকে এমন এক আলোকের রূপ দিয়েছি, যা দ্বারা আমি আমার পছন্দমতো বান্দাদের পথপ্রদর্শন করব।"[১৭]

এই ঘরানার দ্বিতীয় শ্রেণিটি হচ্ছে মূলত ষড়যন্ত্রমনা, ধোঁকাবাজ আর এই আহ্বানের প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে অবগত। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ভ্রষ্টতাকেই আপন করে নিয়েছে। অতএব, তারা মানুষের অন্তর আর বুদ্ধিকে কলুষিত করে চলেছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেরা আর স্বয়ং আহুতেদরই পা'য়ে হাঁটিয়ে তাদের ধ্বংসের দরজায় পৌঁছে দিতে পারবে।

মুক্তি দাও, হে প্রগতিবাদীর দল!

আমরা শুরু থেকেই এদের উদ্দেশে বলে আসছি, আমাদের মুক্তি দাও তোমাদের প্রগতি আর সভ্যতার মায়াজাল থেকে! অনেক হয়েছে, এবার পাত্র আর পাল্লা ভরে গিয়ে উপচে পড়তে শুরু করেছে! ইতোমধ্যে তোমাদের কর্মকাণ্ড সীমাতিক্রম করেছে আর তোমরা করেছ সীমালঙ্ঘন!!

তোমরা এমন কে যে– তোমাদের ঘাড় আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে আর তোমাদের এমন কী-ই-বা দাপট রয়েছে, যার বলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়ে যাবে?! বেলাশেষে তোমাদের পরাজিত ও প্রতিপালিতরূপে গোলামির মালা-ই বহন করতে হবে। তোমাদের অস্তিত্বের রহস্য তো নিকৃষ্ট একটু পানি আর একমুষ্টি মাটি...। তোমাদের জ্ঞানের চেয়ে মূর্খতার পরিমাণ বেশি; তোমরা সঠিক যতটুকু করো, ভুল তারচেয়ে বেশি...।

আমরা উল্লিখিত বাস্তবতা সম্বন্ধে অবগত থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে আল্লাহর একটি সিদ্ধান্ত জানতে পারলাম– তিনি বলছেন, ইসলামকে আঁকড়ে থাকার মধ্যেই নারীর নিজের জন্য, পাশাপাশি তার স্বামী-সন্তান আর সমাজের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান লুক্কায়িত রয়েছে; তিনি আরো বলছেন, এটিই হচ্ছে সভ্যতা ও উন্নতির সোপান। পক্ষান্তরে তার কথার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তোমরা বলছ, এটি হচ্ছে পশ্চাদগামিতা,

---

১৭.সুরা শুরা: ৫২।

প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ধর্মান্ধতা! তোমাদের দাবিমতে পশ্চিমা নারীর জীবনাচারই সভ্যতা ও উন্নতির উত্তম আদর্শ!

তোমরা আমাদের আল্লাহর সাথে বিপরীত এসব কথাবার্তা শুনানোর পর আবার চাচ্ছ যে সর্বজ্ঞাত, বিজ্ঞ এবং অদৃশ্য জগতের সমস্তকিছু যার সামনে উদ্ভাসিত, স্বয়ং তোমাদেরও সেই প্রতিপালকের কথাকে বাদ দিয়ে আমরা যেন তোমাদের কথার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করি এবং তোমাদের খেয়ালখুশিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে তোমাদের পথকেই আমাদের জন্য কল্যাণকর বলে সত্যায়ন করি!

কিন্তু আমাদের এ জ্ঞান আছে, আমরা তোমাদের মায়াজালে পা দিলে নিশ্চিতভাবেই আমরা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমরা যদি তোমাদের অনুসরণ করে পেছনে চলা শুরু করি, তবে তোমরা আমাদের ইহজগৎ ও পরজগৎ দুটোই তছনছ করে ছাড়বে!!

শোন, আল্লাহ আমরা মুসলিমদের তোমাদের মিথ্যা আশ্বাসের বিপরীতে উলটো এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নারী-পুরুষ যে-ই হোক– আমরা যদি সৎকাজ করি, তাহলেই তিনি আমাদের স্বচ্ছ, নির্মল ও মনোরম এক জিন্দেগি দান করবেন। কুরআনে এসেছে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۝

"মুমিন অবস্থায় নারী-পুরুষ যে-ই সৎকাজ করবে, তাকে আমি উত্তম এক জীবন দান করব এবং উৎকৃষ্ট কর্মের দরুন তাদের অবশ্যই প্রতিদানে ভূষিত করব।"[১৮] অন্যত্র এসেছে,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۝

"যে মন্দকাজে লিপ্ত হবে, তাকে কেবল সেরূপ প্রতিদানই দেওয়া হবে; আর যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ সম্পাদন করবে, সে নারী-পুরুষ যে-ই হোক,

---

১৮. সুরা নাহল: ৯৭।

তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আর সেখানে তাদের অগণিতভাবে রিজিক প্রদান করা হবে।”[১৯]

তোমাদের কথিত জনসাধারণ যদিও তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে, কিন্তু আমরা তোমাদের অনুসারী হয়ে চলাকে পরিত্যাগ করেছি। কারণ, তোমরাও আমাদের অবশ্যই নীতিহীন রাজনীতি আর ভ্রষ্ট দর্শনধারী নেতৃত্বের মতো পরকালে জাহান্নামের চুলোয় নিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۝

“সেদিন সকলেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে; তখন দুনিয়ার দুর্বল লোকেরা বড়াইকারী লোকদের বলবে– আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা কি আমাদের কোনোরূপে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে? তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ যদি আমাদের হেদায়েত দিতেন, তবে তোমাদেরও আমরা হেদায়েতের পথে নিয়ে আসতাম; আজ চিৎকার করি আর ধৈর্য ধরি, সবই সমান; আমাদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই।”[২০]

তিনি অন্যস্থানে ফেরাউন ও তার বাহিনীর ব্যাপারে বলেন,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۝

“তাদের আমি নেতৃত্বের অধিকারী বানিয়েছিলাম, যারা জাহান্নামদের দিকে আহ্বান করত; কেয়ামতের দিন তারা কোনোরূপ সাহায্য পাবে না।”[২১]

---

১৯. মুমিন: ৪০।

২০. সুরা ইবরাহিম: ২১।

২১. সুরা কাসাস: ৪১।

প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির স্বরূপ

এরা যারা ওয়াশিংটন, লন্ডন, মস্কো ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত হর্তাকর্তাদের কথাবার্তা তোতার ন্যায় কপচাতে থাকে, তারা হচ্ছে মূলত প্রতারক ও ধোঁকাবাজ সম্প্রদায়। তারা মুসলিম নারীদের সরাসরি কমিউনিজমেও অংশ নিতে বলে না, আবার স্পষ্ট করে আল্লাহর আইনকেও ত্যাগ করতে মুখ খোলে না; বরং এক্ষেত্রে তারা ইবলিসের গৃহীত সেই পন্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে সে হজরত আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)-কে ধোঁকা দিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনকে সৃষ্টি করার পর বসবাসের জন্য জান্নাতে জায়গা দিয়েছিলেন আর সেখানকার সমস্ত নেয়ামত তাদের জন্য হালাল করেছিলেন। তবে তাতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভের জন্য হারাম গাছের ফল না-খেয়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি হজরত আদমকে কষ্টে ফেলতে আর তাকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত শত্রু ইবলিসের আনুগত্য না-করার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى - إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ۝

"আমি বললাম– হে আদম, এ হচ্ছে তোমার আর তোমার স্ত্রীর দুশমন। সে যেন তোমাদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার করাতে না-পারে, তাহলে কিন্তু তোমরা কষ্টের সম্মুখীন হবে। এখানে তুমি কখনো ক্ষুধা অনুভব করবে না আর বস্ত্রহারা হবে না; তৃষ্ণার্তও হবে না আর রোদের তাপেও ভুগবে না।"[২২]

---

২২. সুরা তহা: ১১৭-১১৯।

এই সতর্কবাণীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ইবলিস তাকে ধোঁকা ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছিল! ইবলিসের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ছিল মূলত সত্যের আবরণে মিথ্যার পরিবেশন। সে তার সামনে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদে উপস্থাপন করেছিল। সে মানুষকে এভাবে বলেনি যে- তুমি নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করো, যেন আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে তোমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে দুর্ভোগের দরজায় পৌঁছে দেন। বরং তার উপস্থাপনা ছিল এরকম যে- নিঃসন্দেহে এই গাছের ফল ভক্ষণ করলে তুমি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর কল্যাণের জোয়ারে ভেসে যাবে। সে এসে বলল, তুমি যদি এই গাছের ফল খাও, তাহলে তুমি বিরাট এক রাজত্ব আর জীবনে অমরত্ব লাভ করবে। এর ফলে তুমি অক্ষয় ফেরেশতায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ভ্রষ্টকরণ আর ধোঁকাবাজিকে শক্তিশালী করতে সে তাদের কাছে কসম করেও বলল যে নিশ্চয় সে সত্য বলছে আর উভয়ের জন্যই সে হিতাকাঙ্ক্ষী। সে তাদের নিকট কল্যাণের ডালা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর তাদের সঠিক পথের দিশাই দিচ্ছে। কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে এভাবে,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ ۞

"শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলল- হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরত্ব এবং অক্ষয় রাজত্বের অধিকার প্রদানকারী এক গাছের সন্ধান দেবো?"[২৩] অন্যত্র এসেছে,

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ - وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۞

"সে বলল, তোমাদের প্রতিপালক এই গাছের ব্যাপারে এ জন্যই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন যে- তা করলে তোমরা ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জিব হয়ে যাবে। সে তাদের কসম করে বলল যে নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী!"[২৪]

---

২৩. সুরা তহা: ১২০।

২৪. সুরা আরাফ: ২০-২১।

কিন্তু এই প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার পর তাদের পরিণতি কী হলো? অবাধ্যতা করে বসায় উভয়ের সামনেই তাদের সতর উন্মুক্ত হয়ে গেল আর বিশাল রাজত্ব ও চিরস্থায়ী নেয়ামতের পরিবর্তে দুঃখকষ্টের এই দুনিয়ায় নির্বাসিত হতে হলো। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۝

"সে ধোঁকা দিয়ে উভয়কে নিচে নামিয়ে দিল; তারা যখন সেই গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন উভয়ের কাছে তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ল; অনন্তর তারা জান্নাতের কিছু পাতা জোড়া দিয়ে নিজেদের শরীরে জড়াতে লাগল।"[২৫]

এর এক আয়াত পরে আল্লাহর ঘোষিত সিদ্ধান্তের বর্ণনা এসেছে,

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

"আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে অবস্থান করবে আর সেখানে তোমাদের জন্য ভোগ সামগ্রী থাকবে।"[২৬]

---

২৫. সুরা আরাফ: ২২।

২৬. সুরা আরাফ: ২৪।

ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজির কিছু উদাহরণ

আল্লাহর বান্দাদের পথহারা করতে বিভ্রান্ত নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারীরা ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। তারা সত্যকে মিথ্যার রূপ †দয় এবং মিথ্যাকে দেয় সত্যের পরিচ্ছদ। তারা নিজেদের ভ্রষ্ট দর্শন পেশ করে এমন প্রামাণিক উপস্থাপনার প্রচেষ্টা চালায়, যা দেখে জ্ঞানহীন লোকদের মনে হবে যে- তাদের মতামত হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, এখানে দুজন ব্যক্তিরও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেসব ধোঁকাবাজির একটি হচ্ছে, স্বাধীনতা ও আধুনিকতার নামে নারীকে তার প্রতিপালকের দ্বীনের অবাধ্যতা করানো এবং ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ত্যাগ করানোর ক্ষেত্রে প্রগতিবাদীদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা...।

তারা বলে, তোমাদের গায়ের পোশাকগুলো এমন কেন?! তোমরা কি বুঝতে পার না যে এগুলো তোমাদের স্বাধীনতা-বঞ্চিত করে রেখেছে, তোমাদের সৌন্দর্য-কমনীয়তা আড়াল করে দিচ্ছে- এমনকি জীবনকে উপভোগ করতেই বাধাদান করছে?!

আ‡রা বলে, তোমরা সমাজে এমন অচল অঙ্গের মতো পড়ে আছ কেন?! সামাজিক উন্নতিতে তোমাদের কোনো ভূমিকা নেই, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজকারবার থেকেও হাত গুটিয়ে রেখেছ- কিন্তু তোমরা তো পুরুষ থেকে কম কিছু নও আর ওরাও তো তোমাদের থেকে অধিক বুদ্ধিমান কেউ নয়!

তারা মেয়েদের উসকানি দিয়ে বলে, ছেলেদের সাথে ফ্রিলি মিশতে তোমাদের সমস্যা কোথায়? তোমাদের কি আত্মবিশ্বাস নেই?! তারা নারীদের বোঝায়, যৌনসহিংসতামূলক সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে ফ্রয়েড প্রমুখ -পশ্চিমা শয়তানদের- বর্ণিত পন্থা। যথা- ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা (ফ্রি মিক্সিং)।

বলুন, সত্য এসেছে আর মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে

দাবি খণ্ডন করার জন্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হলে এদের ভ্রান্ত দর্শন টিকে থাকার কোনো ক্ষমতাই রাখে না। কেননা, তাদের বিকৃত কথাবার্তাগুলো হচ্ছে অন্ধকার আর আমাদের নিকট থাকা প্রমাণ হচ্ছে আলোক; আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপোষক সেনানী সত্যের বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর শক্তি কোথেকে পাবে! যেমন আল্লাহ বলেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝

"বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়ো করে দেয় আর তা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[২৭]

এরা হচ্ছে নিকষ অন্ধকারের অধিবাসী। অতএব, তারা যখন কোনো মানুষকে নিজেদের চিন্তাচেতনা ও পথপন্থার অনুসারী বানায়, তা সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে হোক অথবা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে, উভয় অবস্থাতেই তারা মানুষকে এক ভ্রষ্টতা থেকে আরেক ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়; আর কখনো তো তাদের সিরাতে মুসতাকিমের পথ থেকেই ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে বাতিলের গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বিপরীতপক্ষে, একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত পন্থাই মানুষকে এসমস্ত তিমিরাচ্ছন্ন পথ থেকে বের করে উজ্জ্বল সত্য পথে নিয়ে গিয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۝

---

২৭. সুরা আম্বিয়া: ১৮।

"আল্লাহ হচ্ছেন ইমানদারদের অভিবাবক; তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিবাবক হচ্ছে তাগুত; তারা তাদের আলো থেকে বহিষ্কার করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।"[২৮]

যাই হোক, এবার এদের প্রতিউত্তর প্রদান ও প্রত্যাখ্যানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর তার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মুসলিম নারীদের তাদের কাছে গিয়ে না-ঘেঁষা। আমাদের নারীরা লম্বা সময় ধরে এদের কাছে ধোঁকা খেয়ে যাচ্ছে– তারা হিজাব খুলে ফেলেছে, ফ্রি মিক্সিংয়ে জড়িয়ে পড়েছে, সর্বোপরি ওদের কাঙ্ক্ষিত আবর্তে ঘুরে-ফিরছে বহুকাল ধরে। কিন্তু ওদের কাছে তারা দুঃখকষ্ট ভিন্ন আর কিছুই পায়নি। বিধায় অনেক নারীই আজ অনুতপ্ত মনে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে।

কিন্ত তাদের এই প্রত্যাবর্ত‡নর ফলে প্রগতিবাদীদের মধ্যে ক্রোধের উদগিরণ সৃষ্টি হয়েছে। '*আহরাম*' পত্রিকা লিখা হয়েছে, *"গতকাল কাসেম আমিনের মৃত্যুর ৭১ বছর পার হয়েছে। তিনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছিলেন আর তাদের হিজাবের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।"*

এরপর লেখক ক্রোধ ও আফসোস প্রকাশ করে বলেন, *"আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তার মৃত্যুর ৭১ বছর পর আমরা যখন স্বয়ং তার বার্ষিকী পালন করছি, সেই মুহূর্তে এমন এক দাওয়াত শোনা যাচ্ছে, যা নারীকে আবার ঘরে ফিরে যেতে বলছে এবং সমাজ নির্মাণে অংশ নেওয়া থেকে তাদের বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে!"*

---

২৮. সুরা বাকারা: ২৫৭।

কুফরের দেশে আলোর ঝলকানি

গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন কুফরের দেশগুলোতে কখনো আলোর এক ঝলকানি তার চারিদিককে আলোকিত করে তোলে। সেই ঝলক প্রচেষ্টা চালায় অন্ধ চোখগুলো খুলে দিতে, চায় ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হৃদয়গুলোর সামনে সত্য ও বাস্তবতার জলজ্যান্ত রূপটিকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে।

ইহুদিরা ইতোমধ্যে তাদের জায়নিস্ট পণ্ডিতদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমাবিশ্বকে ঝড়ঝাপটা, বিভিন্ন মতবাদ আর ভোগবাদি জীবনাচারের মহামারিতে ডুবিয়ে দিয়েছে, অথচ সেই বিশ্বের জ্ঞানী-সাধারণ কেউই সে-সব কূটচালের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে না। জায়নিস্টদের '*পঞ্চম প্রটোকল*'-এ এসেছে, "*জনমত তৈরি করার জন্য প্রথমে অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করে দিতে হবে। এ জন্য আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে তাদের এমন-এমন বিপরীতধর্মী কথা শোনাব, যার কবলে পড়ে ইহুদি ব্যতীত বাকি সকলেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাবে। তখন তারা নিজেরাই মনে করবে যে রাজনৈতিক ব্যাপারে বক্তব্য না-রাখাই ভালো...।*

আমাদের কৌশল সফলতার মুখ দেখার জন্য দ্বিতীয় অপরিহার্য বিষয় হবে, তাদের ভুলগুলো আরো বাড়িয়ে দেওয়া, প্রথাবদ্ধতা ও আবেগকে দ্বিগুণ করে তোলা এবং দেশে দেশে মানবরচিত আইনকে এতটুকু ব্যাপক রূপ দান করা, যেন তারা এই অরাজকতার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে চিন্তাভাবনা করতেই অক্ষম হয়ে পড়ে।"

তাদের '*প্রথম প্রটোকল*'-এ এসেছে, "*খ্রিষ্টান জাতি মদের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে আর তাদের তরুণ-তরুণীরা শুরু থেকেই পাপে নিমজ্জিত হয়ে নির্বুদ্ধিতার করাল গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী ছিল আমাদের পৃষ্ঠপোষক শিক্ষক-শিক্ষিকা, ধনাঢ্যদের গৃহশিক্ষিক-শিক্ষিকা,*

আমলা-অফিসার, বিনোদনকেন্দ্রের নারী ও নীতিহীনতা ও বিলাসিতার ক্ষেত্রে এদের অনুকরণ করে যাওয়া তথাকথিত সামাজিক নারী।"

পশ্চিমাবিশ্বের কতক চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী তাদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদকে উপলব্ধি করতে পারছেন, তারা বুঝতে পারছেন যে এটি তাদের আর আপন সমাজের জন্য গলার ফাঁস হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু তারা যখন প্রবল স্রোতের সামনে দাঁড়িয়েই সর্বগ্রাসী এই ধ্বংসের ব্যাপারে স্বজাতিকে সতর্ক করার মানসে আওয়াজ উঁচু করতে চেষ্টা করেন, তখন তাদের সেই চিৎকার এই আগ্নেয়গিরি ও ঝঞ্ঝামুখর শব্দের সামনে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়।

সঠিক পথ নির্বাচনের জন্য আমাদের তাদের পর্যালোচনা ও গবেষণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, পশ্চিমা সমাজের বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা চক্ষুষ্মান প্রতিটি ব্যক্তিরই সামনে রয়েছে; দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে সঠিক পথের হেদায়েতের জন্য প্রতিপালক আল্লাহর দিকনির্দেশনা রয়েছে। তবে আমরা এখানে পশ্চিমা পণ্ডিতদের কিছু পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব, এ ক্ষেত্রে আমরা কুরআনের একটি আয়াতকে সামনে রেখেছি– তাতে এসেছে,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۞

"তার পরিবার থেকে এক সাক্ষী সাক্ষ্য উপস্থাপন করল।"[২৯]

পাশাপাশি প্রবাদ রয়েছে, *"শত্রুপক্ষের সাক্ষ্যই সর্বোত্তম সাক্ষ্য।"* এ ছাড়া আমাদের দেশের পাশ্চাত্যমনাদের নিকট পাশ্চাত্য গবেষকদের কথা হচ্ছে এতটা প্রামাণিক, যা বিতর্কের ঊর্ধ্বের; তাদের অবস্থা এমন যে পাশ্চাত্যবাসীর জীবনধারাই সর্বোন্নত ও আদর্শিক জীবনযাত্রা, এর ঊর্ধ্বের কিছু কল্পনা করাও সম্ভব নয়...।

---

২৯. সুরা ইউসুফ: ২৬।

পাশ্চাত্য-পরিবারব্যবস্থাকে রক্ষা করো![30]

এই নাটকীয় শ্লোগানের আওয়াজ তোলেন ফ্রেঞ্চ সমাজবিজ্ঞানী বার্নার্ড ওডেল। গত ত্রিশ বছরে তোলা তিনটি শ্লোগানের মধ্যে এটি হচ্ছে তার তৃতীয় শ্লোগান।

প্রথমটি হচ্ছে, পরিবারব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নতা (alienation) থেকে রক্ষা করা!

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পরিবারব্যবস্থাকে ভাঙন (disintegration) থেকে রক্ষা করা!

তার এ ধরনের আওয়াজ উঁচু করার কারণ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের পরিবারব্যবস্থা ব্যাপকভাবে যে করুণ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল, তা দেখে সকলেই ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে পশ্চিম গোলার্ধের প্রত্যেকটি ঘরে সংকেতধ্বনি পৌঁছে দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এই পশ্চিমা গবেষক গত দুই বছর যাবৎ জরিপ পরিচালনা করেছেন। তিনি চাচ্ছিলেন, তাদের পরিবারব্যবস্থা যে ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো, জরিপের মতামতগুলো দেখিয়ে সে ব্যাপারে একটি সাড়া জাগানো। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আটলান্টিক পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডা পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছেন...।

ওডেল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে জরিপে সংগৃহীত সাক্ষাৎকারগুলো স্বীয় সংকলন 'আনকিয়ুনা!' (মুক্তি দাও!)-তে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। তিনি যে-সকল নারী, শিশু, পিতা-মাতা, দাদা-দাদি-নানা-নানির সঙ্গে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিরাজমান সম্পর্কের ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন, তাতে

---

৩০. '*আর-রাইয়ুল আমুল কুয়েতিয়্যাহ*': পৃ.: ১৪; তারিখ: ২০.৪.১৯৭৯খ্রি.।

তিনি সেগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্য বলতে, আনন্দদায়ক সাক্ষাৎকার সেখানে খুবই কম, বরং আনন্দের যেটুকু আছে, সেগুলোকে ব্যতিক্রম ও বিরল ধরে নেওয়াই যথোপযুক্ত। চলুন তাহলে আমরা সেখান থেকে কিছু সাক্ষাৎকার শুনে নিই।

আমার বাচ্চারা হতাশাগ্রস্ত

মিরিয়াম কুরফি হল্যান্ডের একজন মহিলা, তিন সন্তানের জননী। তিনি বলেন, আমার স্বামী সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ করে; আর আমি সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত...। আমি জানি, আমরা ভালো উপার্জনক্ষম একটি পরিবার, আমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই জীবনযাপন করছি। কিন্তু আমার মনে হয় এটি আসলে যথেষ্ট নয়, কারণ আমাদের পরিবারে বিশাল একটি ফাটল রয়ে গেছে। আমাদের বাচ্চাদের পৃথিবীতে আমরা যেন একদমই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা...। আমি আর আমার স্বামী পূর্বের কিছু সময় ও আনন্দঘন মুহূর্ত রোমন্থন করতে পারি, কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের জন্য বিষয়টি একদমই বিপরীত। আমার ভুলও হতে পারে, তবে আমি আমার মাতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি যে– আমার বাচ্চারা বিশেষ এক ধরনের হতাশায় নিমজ্জিত। আমি ভালোভাবেই জানি, সেই হতাশাটি খুব শক্তভাবে তাদের অন্তরে আসন গেড়ে আছে। কিন্তু আমি এর কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারি না– তারা স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে যায় আর সন্ধ্যাটুকু টিভি দেখে কাটায়।

আমি মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আমার এক বন্ধুকে ব্যাপারটি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলল, এটি একান্তই আমার মনে খেয়াল– তারা ভালো, উন্নত একটি সভ্যতায় বাস করছে। তার 'উন্নত সভ্যতা' শব্দটি আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। কারণ, আমি ভালোভাবেই জানি যে আমার সন্তানরা অন্যান্য বাচ্চার মতো এক ধরনের সংকীর্ণতার যন্ত্রণা ভোগ করছে...। আমি কিছু জানি না...। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমি আমার সন্তানদের যে-রকম মমতা দিচ্ছি, তা যথেষ্ট নয়– কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু করতে আমি সক্ষমও নই...। আমি ভালো করেই জানি, আমরা এমন এক প্রজন্ম তৈরি করছি, যারা নিশ্চিতভাবেই আমাদের অপছন্দ করবে...।

পালিয়ে যেতে চাওয়া শিশু

সুসান লিলিথ বারো বছর বয়সী আমেরিকান এক বাচ্চা। সে বলেছে, আমি আমার আব্বুকে বেশি দেখি না, তিনি সব সময় কাজে থাকেন; আমার আম্মুও এমন...। আমি চিন্তা করেছি, আমার যখন আঠারো বৎসর হবে, তখন আমি একাই ইন্ডিয়া চলে যাব...। আমার এক শিক্ষিকা বলেছিলেন, সেখানে অনেক বাড়িঘর, মানুষেরা সেখানে রাস্তায় বসে গল্পগুজব করে। তিনি আরো বলেছিলেন, ইন্ডিয়ানরা গাভিকে পবিত্র মনে করে। আমি টিভিতে আর বইয়ের পাতায় ছাড়া জীবনে কখনো গাভি দেখিনি...। আমি এখানে থাকতে চাই না...। আমি আমার আম্মুর মতো নিজের চেহারাতে ভাঁজ ফেলতে চাই না। আমি প্রাচ্যে চলে যেতে চাই...।

মানুষ যেখানে জানাজার লাশ

পিটো লা হাইট পচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধা। আয়ারল্যান্ডের বংশোদ্ভূত এই মহিলো পঞ্চাশ বছর যাবৎ কানাডার ওটাওয়াতে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, আমি শুধু এখন রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন আমার তরুণ বংশধরদের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন পার করি। আমার ভয় হয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের অপছন্দ করবে। বলতে পারেন কেন তারা আমাদের পছন্দ করবে না? কারণ, আমরা তাদের উজ্জ্বলতা, উষ্ণতা হারানো এক পৃথিবী উপহার দিচ্ছি।

আমি এখন একা থাকি...। আমার সন্তান আর নাতিরা মন্ট্রিলে বসবাস করে। আমি নিয়মিত তাদের চিঠি পাই; কিন্তু আমার মনে হয়, এই চিঠিচক্রটি যান্ত্রিক হয়ে গেছে, কারণ তা ভালোবাসার ঘ্রাণশূন্য...। এটি আসলে তাদের দোষ নয়...। আমি তখন সার্বক্ষণিক উৎসবমুখর আমার ষাট বছর পেছনের জীবনে ফিরে যাই। কিন্তু আজ সব বদলে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত মানুষ নিজেরই জানাজার মাঠেই ঘুরে-ফিরছে...।

যন্ত্রমানব

অ্যালেকজান্ডার হিবার্ট দুই সন্তানের জনক। তিনি একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানার কারিগরি বিভাগের প্রধান। তিনি বলেন, আমার কাজ পদার্থবিদ্যা বিষয়ক। আমি একরকমভাবে বলতে পারি যে– আমার হাতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যথার উপশম হয়। কাজ করতে-করতে আমার মধ্যে একদম যান্ত্রিকতা চলে এসেছে...। আমার স্ত্রী আমাকে বলে, তুমি হচ্ছ রক্তমাংসের একটি যন্ত্র কেবল। আমি তখন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাই না, কারণ আমি তার ব্যাপারটি বুঝতে পারি। আসলে মানুষ যখন তার স্বপ্ন পূরণের নিরাশ হয়ে যায়, তখন যেন সে নিজেকেই খুইয়ে ফেলে...।[৩১] এই অবস্থা আমাকে এতটা কঠোর বানিয়ে দিয়েছে যে আমি আমার সন্তানদের সাথে কোমলভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না।

অতীতে পরিবারের মনোযোগের কেন্দ্র ছিল সন্তানরা...। কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয়, তারাই সেখানে অবাঞ্ছিত..., তারা কেবল সেখানে পরিবারবিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি আমার বাচ্চাদের জীবনে আরো বেশি হস্তক্ষেপ করি, তাহলে তাদের অচেতন ব্যথা আরো বাড়িয়ে তুলব। আমি তাদের থেকে দূরে সরে থাকি, তারাও আমার থেকে দূরে সরে থাকে। এই সমস্যার কোনো সমাধান আমার জানা নেই। এ বিষয়ে যে আমি কারো

---

৩১. মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং চিরস্থায়ী জীবনে সফলতা লাভ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রতি মনোযোগী হওয়া আর তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ব্যতীত মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্যবাসী এই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে মুসলিমদের উপর আল্লাহর রহমত যে– তিনি তাদেও সে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অবগতিদান করেছেন...।

সাথে পরামর্শ করব, তাও পারি না। কারণ, আমার অধিকাংশ সঙ্গী নিজেরাই এই জটিলতায় ভুগছে। আমি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেও প্রস্তুত নই, কারণ আমার কাছে মনে হয় এটির গোঁড়া মানসিক সমস্যা নয়, বরং এটি সভ্যতাসৃষ্ট জটিলতা।

বার্নার্ড ওডেলের সংকলিত সাক্ষাৎকারের লম্বা তালিকা থেকে এলোমেলোভাবে এই কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। তার গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনাই মূলত পাশ্চাত্যের পরিবারব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ার সংকেত দেয় এবং সেখানকার পারিবারিক জীবনে শুরু হওয়া দুর্ভোগকে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে বসবাসরত পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে বিরাজমান অভক্তি ও সম্পর্কহীনতাকে স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই এবং তাদের মাঝে চরম পর্যায়ের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সামাজিক ত্রুটিগুলোও অনুধাবন করতে সক্ষম হই– যার ফলে কিনা উভয় প্রজন্মের মাঝে বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। ওডেল পশ্চিমা রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তার গ্রন্থ উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন, হতে পারে তার এই সতর্কবার্তা জাতির কর্ণধারদের মধ্যে ভাবনা জাগ্রত করতে সক্ষম হবে...।

পশ্চিমা স্বাধীন সমাজে নারীঘটিত অপরাধের ব্যাপকতা

'এফ.বি.আই, আমেরিকা' এই বিষয়ে আশ্চর্যজনক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর উপর ভিত্তি করে *'নিউইয়র্ক টাইমস'*-ও প্রতিবেদন পেশ করেছিল। *'সোসাইটি জার্নাল, কুয়েত'* ইতোমধ্যে এই গবেষণাপত্রটির অনুবাদ সম্পাদন করেও প্রকাশ করেছে।

'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর ভাষ্য দেখুন, *"অবশেষে 'এফ.বি.আই'-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে। সেই রিপোর্টমতে, নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতার সাথে সাথে নারীদের মধ্যে ও নারীবিষয়ক অপরাধ আশ্চর্যজনক হারে বেড়ে গেছে।"*

রিপোর্টটি বলছে, *"১৯৬৯খ্রি. থেকে নারী গ্রেফতারের পরিমাণ ৯৫% বেড়ে গেছে আর তাদের মধ্যে গুরুতর অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২%।"*

রিপোর্টটি আরো বলে, *"মোস্ট ওয়ান্টেড দশজন ফেরারি আসামির সকলেই নারী। তাদের মধ্যে নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী কয়েকজন নারীও রয়েছে। যেমন জেন অ্যালবার্ট, বার্নাডিন ডন।"*

'নিউইয়র্ক টাইমস' আ‡রা বলে, *"নারী-অপরাধের হার বেড়ে যাওয়ার পেছনে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। নারী-পুরুষ সমানাধিকার আইন তাদের পুরুষবেষ্টিত অপরাধমহলে প্রবেশ করতে সাহস জুগিয়েছে। বরং মুক্তিকামী নারীদের মধ্যে পুরুষদের থেকেও অধিকহারে অপরাধ প্রবণতা জেগে উঠেছে।"*

হারানো সুখ

সুইডিশ বিচারক হেরের বিগ্রেট[৩২]। তাকে জাতিসংঘ থেকে আরব রাষ্ট্রগুলোতে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার নারীদের ব্যাপারে অবগতি এবং তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য। এই উদ্যোগের পেছনে কারণ ছিল সুইডেনে বছরের পর বছর আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পাওয়া। তিনি জাতিসংঘে উপস্থাপিত তার রিপোর্টের শুরুতে পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নত দেশ সুইডেনে কথিত নারীমুক্তিবাদ সৃষ্টির ফলে সেখানে জন্ম নেওয়া করুণ হাল প্রসঙ্গে বলেন, "*সুইডিশ নারীরা হঠাৎ বুঝতে পারল যে তারা চরমমূল্যের বিনিময়ে ধোঁকার সওদা করেছে অর্থাৎ নারী স্বাধীনতা–তারা তাদের প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে খুইয়ে ফেলেছে।*"

সুইডিশ নারীগণ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারীবছরকে স্বাগত জানানো নিয়ে এই বিচারপতি বলেন, "*এ জন্যই নারী-অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক নারীবছরকে তারা অবসাদপূর্ণভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। তারা ঘরোয়া জীবনে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যেখানে তারা লৈঙ্গিক ও মানসিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বস্তিময় জীবনযাপন করতে পারবে। এই সুখের জন্য তারা নিজেদের অধিকাংশ অধিকার ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত রয়েছে।*"

গবেষিকা ড. তার রিপোর্টে আরো বলেন, "*এর জন্য জাতির উপর পতিত হওয়া প্রভাব সত্যিই উদ্বেগজনক। 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সুইডেন'-এর গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টমতে নাগরিকদের ২৫% স্নায়বিক ও মনোরোগে আক্রান্ত। স্বাস্থ্য খাত থেকে ৩০% এই দু-প্রকার রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে থাকে। যারা অক্ষমতার কারণে পেনশনের বয়স আসার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করতে চান, সেই নাগরিকদের ৪০% মানসিক রোগে আক্রান্ত।*"

---

৩২. '*মাজাল্লাতুল আমানিল বাইরুতিয়্যাহ*': সংখ্যা: ৮।

উল্লেখ্য, এই জরীপে যৌনরোগের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়নি।

পশ্চিমা নারীদের করুণ অবস্থা ও বিপথগামিতা এই পর্যায়ে পৌছার পরেও এক বিভ্রান্ত লোকের[৩৩] কথা শুনুন, "*এখানে পশ্চাদগামিতা ও ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত একটি প্রবাহ বিরাজমান, যা অন্ধকার যুগের স্বৈরাচারদের নীতি-আদর্শকে গ্রহণ করে নারীমুক্তিকে রুখে দিতে চায়।*"

হিংসুক লেখকের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে শুনুন এবার– তিনি বলেন, "*এই প্রবাহটি বিভিন্ন শায়খ ও নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যেমন- ড. মুহাম্মদ আলবাহি, আলি ওয়াফি, আহমাদ শালাবি প্রমুখ। এতে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও জড়িয়ে রয়েছেন। যেমন– আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, সাইয়েদ কুতুব প্রমুখ।*"

এটি দেখে বুঝা যাচ্ছে, বাস্তবতা বিমুখ এই লেখক যদি '*টাইমস লন্ডন*'-এর প্রতিবেদনটি পড়ে দেখতেন, তবে তাকেও পশ্চাদগামী ধারার বলে গণ্য করে ফেলতেন!

পত্রিকাটি অধ্যাপক খুরশিদ আহমাদ বিরচিত '*আল-হায়াতুল আয়িলিয়্যাহ ফিল-ইসলাম*' (ইসলামি পারিবারিক জীবন) সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলে, "*ইসলাম পারিবারিক জীবন এবং উত্তরাধিকার, ইয়াতিম-অধিকার ও নারীপুরুষের মেলামেশার মতো অন্যান্য বিষয়কে সামনে রেখে যে-সমস্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বংশীয় ধারায় যে-কোনো ধরনের গোলযোগ সৃষ্টিকে রোধ করা।*"

তা আরো বলছে, "*জনাব খুরশিদ আহমাদের বিশ্বাসমতে, বংশধারা রক্ষা করা জনজীবনের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান, ইহুদি, এমনকি মানবতাপ্রেমী ব্যক্তিও ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। এ জন্যই মুসলিম জনগোষ্ঠী বর্তমান বিশ্বে শক্তিশালী একটি অবস্থানে রয়েছে; শুধু এ জন্য নয় যে আরবরা তেলসম্পদের অধিকারী, বরং এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা পারিবারিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীল একটি নিয়মশৃঙ্খলার (সিস্টেম) অধিকারী; অথচ পাশ্চাত্য সমাজ সেই শৃঙ্খলাটি থেকেই পাগলের মতো মুক্তি চাচ্ছে!*"

---

৩৩. '*মাজাল্লাতুল আমানিল বাইরুতিয়্যাহ*': সংখ্যা: ৮।

পাশ্চাত্যসমাজের নারী সম্পর্কে আরো কিছু বাস্তবতা[৩৪]

ইতোমধ্যে পশ্চিমা নারীদের ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের ইতি ঘটেছে। তাদের মমতাপূর্ণ মাতৃজীবনে অবসান নেমে এসেছে। তাদের স্বপ্নসাধ ও ব্যক্তিত্ব– দুটোই জলে গেছে। এখন তারা অবৈধ সন্তান গর্ভপাতের জন্য দেশের সর্বকোণায় ক্লিনিক খুঁজে বেড়ায়। *'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'*(WHO)-এর পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রত্যেক বছর ১৫ মিলিয়ন গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। এই সংখ্যা কেবল আইনবহির্ভূত গোপনীয় গর্ভপাতের হিসেবে। এখানে সে-সমস্ত দেশের পরিসংখ্যান আসেনি, যেখানে গর্ভপাত আইনত বৈধ। যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ইউরোপের অন্যান্য দেশ...।

পাশ্চাত্যের যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি আজ নারীকে ভেঙেচুরে খানখান করে দিচ্ছে। অনেকে সেখানে পুরুষের নিষ্পেষণ আর জাগতিক বোঝা– দুটোই একসাথে কাঁধে বহন করে চলেছে। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত সিঙ্গেল বাচ্চাদের দায়ভার তাদেরই বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। বাচ্চারা যখন প্রশ্ন করে– আম্মু, সবার মতো আমার কেন আব্বু নেই? হতবুদ্ধিতা আর অনুতাপের আঁধার তখন তাদের অস্থির করে তোলে...।

বস্তুত, জীবনের খেলায় পশ্চিমা নারী শুধু নিজেই ঠকেনি, প্রকৃতিও তাকে হারানোর শূন্যতা অনুভব করছে...। বিশ্ব আজ নবাগত প্রজন্মের প্রতিপালককে খুইয়েছে, বস্তুবাদী চিন্তাসমৃদ্ধ সামাজিকতার ফলে মমতাময়ী মা'কে হারিয়েছে, আরো হারিয়েছে প্রিয় স্ত্রী আর উত্তম সঙ্গিনীকে। কারণ, নারী আজ পেশা ও সস্তা সামগ্রীর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে। বস্তুত, পাশ্চাত্য সমাজ নির্মল, ভারসাম্যপূর্ণ পরিবারব্যবস্থাকে হারিয়ে নিশ্চিতরূপেই লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। এই বিচ্যুতির ফলে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান *'মানবাধিকার কমিশন'* উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। অবশেষে তা আন্তর্জাতিক নারীদিবসে নারীবৈষম্য দূরীকরণকে কেন্দ্র করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিকট নতুন আইন প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া পেশ করেছে। অবশ্য সেই প্রস্তাবিত আইনে ন্যায়-অন্যায়ের সংমিশ্রণ রয়েছে।

---

৩৪. আফিফ ফারাজ: *'মাজাল্লাতুল উসবুয়িল আরাবি'*: সংখ্যা: ৮৩১।

সেখানে সঠিক প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে এটি (অবশ্য এটিকে আধুনিক বিশ্বচেতনায় ঝুঁকিপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়), রাষ্ট্রসমূহে এমন আইন প্রণয়ন করা, যা নারীজীবনকে সুশৃঙ্খল করবে এবং পুরুষের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে সীমারেখা টেনে দেবে। যার ফলে সামাজিক জীবনে পুরুষের জন্য নারীকে মৌলিক অধিকার প্রদান করা অপরিহার্য হবে– অর্থাৎ মাতৃত্ব, সন্তান লালনপালন; মোটকথা একটি সুখী পরিবার গড়ার জন্য একটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করা।

নারীর জন্য পরিবার ও মাতৃত্বের ছায়ায় বাস করার অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বের অনেক পরিসংখ্যান রিপোর্টের পর এই আলোচনা উঠে এসেছে। এসবকিছু হয়েছে ব্যাপক যৌনস্বাধীনতার ঝঞ্ঝায় ভালোমন্দ সব একাকার হয়ে যাওয়ার পর; আর পাশবিক কামনামিশ্রিত সেই বিচ্যুতির পর– উনিশ শতক থেকে মানুষ শয়তানেরা যার পেছনে ছক অঙ্কনপূর্বক উসকানি প্রদানের ষোলকলা পূর্ণ করেছিল।

পাশ্চাত্য সমাজে নারী ছিল নিকৃষ্ট, লাঞ্ছিত ও দাসীর ন্যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গৃহীত ধর্ম খ্রিষ্টবাদের মতে নারী হচ্ছে পাপ ও মন্দকর্মের কেন্দ্র। সে পুরুষের জন্য জাহান্নামের একটি দরজা, কারণ সে-ই তাকে পাপে লিপ্ত করার কারণ এবং তার জন্যই মানুষের উপর দুর্যোগের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। এই ধর্মের দৃষ্টিতে নারীসংস্পর্শ মৌলিকভাবেই অপবিত্রতা। তা আরো মনে করে, বিয়ে থেকে বিরত থাকা ব্যতীত পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

এমন নিকৃষ্ট ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী এক সমাজের পক্ষে নারীর প্রতি সদাচরণ করা আর তাকে যথাযোগ্য স্থানে আসন দান করা সম্ভব নয়, এমনইভাবে তার জন্য নারীর প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে তাকানোরও সক্ষমতা নেই।

আঠারো শতকে ব্রিটেনের পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের বিক্রি করে দিত। ১৯৩০খ্রি.-তে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল।

অতঃপর ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের উদ্ভব ঘটে। এটি তাদের সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়; অন্যদিকে সমাজকর্তৃক গির্জার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা হয়। তখন নারী স্বাধীনতাবাদীরা মুক্তির নামে নারীকে কঠোর জগতে নেমে আসার আহ্বান জানায়, অতএব নারী এক দাসত্ব থেকে অন্য দাসত্বের কবলে স্থানান্তরিত হয়। বস্তুত এই স্বাধীনতা ও মুক্তির নামে পুরুষ

তাকে সম্পদ জমা করার বলদে পরিণত করে এবং ভোগবিলাসের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

সুইডেনের নারীরা তাদের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে ব্যবহার না-করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছিল। অথচ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে নারীকে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলো তাদের নতুন মডেল প্রদর্শনের জন্য অর্ধনগ্ন নারীদের ব্যবহার করছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পুরুষের পা'য়ে পড়ে থাকা আর তার ক্ষুধা মেটানোর ব্যাপারটি পাশ্চাত্যের অশ্লীল অভিনেত্রীরা পর্যন্ত আজ উপলব্ধি করতে পারছে। গতবছর বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় এরকম একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল– এক ফ্রেঞ্চ অভিনেত্রীর একটি দৃশ্যে ক্যামেরার সামনে উলঙ্গ হয়ে অভিনয় করতে হচ্ছিল। তখন হঠাৎ করে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর অভিনেতা ও পরিচালকের দিকে চিৎকার করে বলে ওঠে– কুকুরের দল, তোরা পুরুষরা আমাদের থেকে শরীরটুকু ছাড়া আর কিছুই চাস না। এভাবেই তোরা আমাদের বিক্রি করে মিলিয়নপতি হয়ে উঠিস! এরপর সে অঝোরে কাঁদতে শুরু করে...।

এ ক্ষেত্রে আমরা বলব, এখানে আসলে তার বিকৃত জীবনাচার উপেক্ষিত হয়ে হঠাৎ তার ফিতরত বা প্রকৃতিগত স্বভাব জেগে উঠেছিল। আমাদের নিকট কথিত উন্নত সভ্য দেশগুলোর যে-সকল নারীকে আধুনিকা, অগ্রসর হওয়ার উপাধী জুড়ে দেওয়া হয়, তাদের চরম দুর্দশাগ্রস্থ জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করে হঠাৎই তার চোখ মেলে ওঠে...।

যৌন সহিংসতা হ্রাসের উপায়

ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে এখানে একটি মিথ্যাচারের জবাব প্রদানের প্রয়োজন মনে করছি। তাদের মতে যৌনসহিংসতা হ্রাসের কার্যকরী একমাত্র পন্থা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা বা ফ্রি মিক্সিংয়ের রীতি চালু করা।

তবে এর উত্তর লুকিয়ে আছে পাশ্চাত্যে সফরকারী মানুষজন– বিশেষ করে সেখানকার অধিবাসীদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার মধ্যে। তাদের ভাষ্যমতে, অবাধ মেলামেশা এ ক্ষেত্রে আগুনে ফুঁ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে আসেনি; এটি যৌনসহিংসতা রোধে কোনো ভূমিকা তো রাখেইনি, বরং এর দ্বারা যৌনতার সয়লাব বয়ে গেছে!

এ ক্ষেত্রে আমি বলব, এটি বুঝতে যুক্তিপ্রমাণের ডালা সামনে নিয়ে বসার কোনো প্রয়োজন নেই, নিশ্চয় এটি তেমন কোনো বিষয় নয়। পাশাপাশি সে-সব দেশে সফরকারী মানুষ এবং পত্রিকা-ম্যাগাজিনগুলোর অহরহ সংবাদও তার প্রামাণ্যচিত্র। ইতোমধ্যে যৌনতার সয়লাবে বাঁধ ভেঙে গেছে! পশ্চিমা নারীরা এখন রাতের বেলায় নিরাপদে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে না; বরং দিনের আলোতেই তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়! এর উপরে ব্যভিচার সেখানে বৈধ– পাপ ও অশ্লীলতার উপকরণে শহর-গ্রাম-সব উপচে পড়ছে!

আপনি সেখানে এমন কিছু মানুষ দেখবেন, যারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণবোধ করে না। এমনকি নগ্ন বা পরম সুন্দর নারীর সামনেও তাদের মধ্যে কোনোরূপ উত্তেজনা লক্ষ করা যায় না। কিন্তু আপনি কি এটিকে সুস্থতা বলতে চান?! আপনার কি মনে হয় না যে এদের চিকিৎসার প্রয়োজন?! বস্তুত এটি হচ্ছে একপ্রকার রোগ, যার নাম Frigidity। আর যেই সমাজের সদস্যরা এই সমস্যায় আক্রান্ত, তাদের নিষ্ক্রিয়তাকে জাগ্রত

করতে সমকামিতা এবং এর মতো আরো অনেক অজানা বিকৃতি জেগে উঠবে, যেগুলোর প্রত্যেকটিই তাদের নিষ্ক্রিয় আবেগ ও ঘুমন্ত কামনাকে পূরণ করার জন্য জন্ম নেবে।

তবে ইসলাম এর সমাধানকল্পে আল্লাহ তায়ালা মানব-মানবীকে একে-অপরের প্রতি আকৃষ্টতার যেই ফিতরত বা প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, সেই অনুসারেই আরোগ্যপন্থা বাতলেছে। আর তাদের প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম)-এর এই হাদিসে– তিনি বলেন, *"হে যুবক সমাজ, তোমরা যারা সাধ্য রাখ, তারা বিয়ে করো। আর যারা সক্ষম নও, তাদের জন্য উপায় হচ্ছে রোজা রাখা।"*

পশুদের মতো নিয়মনীতিহীনভাবে ও বিশৃঙ্খলতার উপর ভর করে এই সহিংসতাকে রোধ করা যাবে না, বরং এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন এমন একটি স্বচ্ছ পন্থা, যা মানবিক আবেগকে তৃপ্ত করবে, তাদের সম্মান নিশ্চিত করবে, সম্পর্ক শক্তিশালী করবে, মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং জীবনে আনবে নিরাপত্তার আবহ; আর এগুলোর সবই পাওয়া যায় মূলত বিয়ের মধ্যে। তবে কেউ যদি বিয়ে করতে সক্ষম না-ই হয়, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর তওফিক পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তির জন্য রয়েছে রবের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার নির্দেশনা।

নারীর ব্যাপারে ইসলাম প্রচারকগণের অবস্থান

পূর্বের আলোচনায় আমরা প্রগতিবাদীদের অবস্থান স্পষ্ট করে এসেছি। এরা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব ও কাল্পনিক কিছু বিষয়ের দাবি করে থাকে। তাদের দাবি প্রগতির, কিন্তু বাস্তবে তারাই পশ্চাদপদ। এরা মুক্তি ও প্রগতির নামে নারীজাতিকে নিষ্পেষণ আর পাপাচারের দিকে ডেকে থাকে। অতএব, এখন প্রশ্ন হচ্ছে– তাহলে ইসলাম প্রচারকগণের নিকট নারী কী পেতে পারে?

এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে, ইসলাম প্রচারকগণ এই বিষয়ে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো সমাধান ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন না, বরং আরো আগে বেড়ে বলা যায়– যে-সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো বাণী বা সিদ্ধান্ত বর্ণিত রয়েছে, সে-সবের কোথাওই তারা নিজেদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলেন না। এসব ব্যক্তি সদাসর্বদা নিম্নবর্ণিত কুরআনের বাণীগুলোর প্রতিচ্ছবি হয়ে জমিনে বাস করেন– যথা,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۝

"কোনো মুমিন-মুমিনার জন্য এই সুযোগ নেই যে আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর তাদের জন্য মানা না-মানার ইচ্ছাধিকার থেকে যাবে।"[৩৫] অন্যত্র এসেছে,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۝

---

৩৫. সুরা আহযাব: ৩৬।

"কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য ইমানদারদের যখন আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন তাদের এক বাক্যের কথা হয় হচ্ছে—আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"[৩৬] কুরআনের অন্যস্থানে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۞

"হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আগে বেড়ে যেয়ো না।"[৩৭]

বিধায় এ বিষয়ে তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে বিচারক সাব্যস্ত করেন না; বরং সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কথা দ্বারাই তারা কার্যসমাধা করে থাকেন। সুতরাং তারা নারীর ক্ষতি করে পুরুষের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত হন না, আবার পুরুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে একচেটিয়াভাবে নারীকল্যাণকেও সমর্থন করেন না। কেননা, আল্লাহর কথা যে মূলত সত্য-সঠিক ও প্রকৃতির কথা, আর তা সবকিছুকে প্রকৃত পথেই পরিচালিত করে থাকে।

---

৩৬. সুরা নুর: ৫১।

৩৭. সুরা হুজুরাত: ১।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ

ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ এবং মহিলো হচ্ছে দুটি পাখার ন্যায়; তাদের উভয়ের সুশৃঙ্খল অবদান ও পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মানবজীবন টিকে থাকতে পারে না এবং তা উন্নতিতে পৌছতেও সক্ষম হবে না। আল্লাহ তায়ালা নারীকেও সেই একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, যেজন্য সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে। যেমন তিনি তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আমি মানুষ এবং জিনকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"[৩৮]

তিনি এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করাকে উভয়ের জন্যই সৌভাগ্যের মাপকাঠি বলে নির্ধারণ করেছেন আর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেও উভয়ের জন্যই দুর্ভাগ্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

যেমন তিনি বলেন,

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى - وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝

"যে আমার পথনির্দেশের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট ও দুর্ভাগা হবে না। কিন্তু যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য থাকবে সংকটময় এক জীবন আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।"[৩৯]

---

৩৮. সুরা জারিয়াত: ৫৬।

৩৯. সুরা তহা: ১২৩-১২৪।

নারী-পুরুষের স্বাধীনতা

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে একক আল্লাহর ইবাদত ও গোলামি করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। বস্তুত, আল্লাহর ইবাদত ও গোলামির মাধ্যমেই মানবজাতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাধীনতার নেয়ামত লাভ করতে পারে। কেননা, মানুষ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ প্রদান ও তার ইবাদত করার মাধ্যমে অন্য সকল অধীনতার বাহুডোর থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। বিধায়, তখন সে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত তার অন্তরকে অন্য কোনো দিকে নিবিষ্ট করে না আর তার মাথাকে অন্য কারো সামনে অবনত করতেও সায় দেয় না। কারণ সে জানে, তার সামনে বিদ্যমান সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়াদি, গাছপালা, প্রাণিকুল– এক কথায় সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্ট, প্রতিপালিত আর তার ইবাদতের জন্যই আদিষ্ট– তিনি এগুলোকে শুধু মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন– অথচ তা না-হয়ে উলটো মানুষ ওগুলোর গোলামি করবে, সেটির জন্যে তো তাকে সৃষ্টি করা হয়নি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ অন্যসবের পাশাপাশি তার প্রবৃত্তি ও কামনার গোলামি থেকেও স্বাধীন। তার অন্তর ও আবেগের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হবে শরিয়ত। তাই শরিয়তের চাহিদার সাথে প্রবৃত্তির বৈপরীত্য দেখা দিলে সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকেও বর্জন করবে। যেমন কুরআনে এসেছে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۞

"যে আপন রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে মন্দ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় জান্নাতই হচ্ছে তার বাসস্থান।"[৪০]

অতএব, এটি হচ্ছে ইবাদত ও গোলামির পরিচ্ছদে স্বাধীনতা লাভ করা– অন্যদিকে আল্লাহর ইবাদত করা ব্যতীত মানুষের জন্য স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবও না; সুতরাং, ইসলাম বহির্ভূত অন্যান্য স্বাধীনতা হচ্ছে বাস্তবতাহীন অন্তঃসারশূন্য বিষয়। অন্যকিছুকে দেখতে স্বাধীনতা মনে হলেও বাস্তবে সেগুলো হচ্ছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক দাসত্ববরণ। আল্লাহ-প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা ছেড়ে আপন নেতা, দর্শন, সংবিধান, নিয়মনীতি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা দাসত্ব বৈ কিছুই নয়। আর কী নিকৃষ্ট গোলামিই-না এটি!

প্রগতিবাদীরা আমাদের পাশ্চাত্যপন্থি যেই স্বাধীনতার দিকে ডেকে থাকে, সেটি হচ্ছে আসলে শূন্যগর্ভ একটি বিষয়। তাদের ব্যবহৃত স্বাধীনতা শব্দটি যদিও আমাদের কাছে শ্রুতিমধুর শোনায়, কিন্তু বাস্তবে তা অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁপা বিষয় ছাড়া কিছুই নয়– এর কোনো ধ্রুব সংজ্ঞা নেই। কারণ, প্রত্যেক জাতিই নিজেদের মতো করে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। ইহুদিরা মূলত এর দ্বারা মানবসমাজকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করেছে। অন্তঃসারশূন্য নীতিবর্জিত অবাধ এই স্বাধীনতা অবশেষে ঘাতক অস্ত্রের রূপ নিয়ে মানুষের নিরাপত্তা এবং প্রকৃত স্বাধীনতাকেই ছিনিয়ে নেবে। জায়নিস্টদের *'প্রথম প্রোটোকল'*-এ এসেছে, *"আমরাই সর্বপ্রথম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সমানাধিকারের শ্লোগান সৃষ্টি করেছি। মূর্খরা এখন চিন্তাভাবনা ছাড়াই এসব শব্দ পৃথিবীর চারদিকে আওড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের সৃষ্ট স্বাধীনতা, ভাতৃত্ব এবং সমানাধিকারের শ্লোগান আর আমাদের সহযোগীদের অবদানে সমগ্র পৃথিবী হতে মানুষ আমাদের কাতারে এসে দাঁড়াচ্ছে; তারা কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ ছাড়াই দৃঢ়তা ও গৌরবের সাথে আমাদের পতাকা বহন করছে। এসমস্ত শব্দ (সেই সময়ে) রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল করার মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের সমৃদ্ধ হতে বাধা দিয়েছে এবং তাদের শান্তি, সংকল্প ও ঐক্যকে নষ্ট করেছে– যা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক।"*

---

৪০. সুরা নাযিআত: ৪০-৪১।

প্রগতিবাদীরা শয়তান মানসের ইহুদিদের থেকে আমদানিকৃত যেই স্বাধীনতার বাণী আমাদের উপস্থাপন করে চলেছে, তার ভেতরটুকু নিতান্তই ফাঁপা। তাই এই মতবাদের পক্ষে তার দিকে আহ্বানকৃত ও তার প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য অস্থিরতা আর ক্ষতি বৃদ্ধিকরণ ছাড়া কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, আল্লাহর দাসত্বের শিরোনামে ইসলাম আমাদের যেই স্বাধীনতা প্রদান করেছে, সেটিই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং তার মাধ্যমেই বাস্তবিক কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।

বলতে গেলে, প্রগতিবাদীদের অরাজকতাপূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে বরং বিকৃত ধর্মগুলোর স্বাধীনতা-দর্শনই ঢের ভালো। ধর্মীয় দর্শনকে স্বয়ং ইহুদিরাও শঙ্কার চোখে দেখে থাকে। জায়নিস্টদের '*চতুর্থ প্রটোকল*'-এ এসেছে, "*স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয় না। দেখা যায় যে- কোনো শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জাতির স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে তা কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। এমনটি হয়ে থাকে তখন, যখন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে ধর্মীয় মানসিকতা, আল্লাহভীতি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত্তিতে- যেখানে প্রকৃতি বহির্ভূত সমানাধিকারের কোনো বালাই থাকে না, কারণ সেই আইন প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত অপরকে নিজের ছড়ির অধীনে রাখার জন্যে। মানবজাতি এই বিশ্বাসটি আঁকড়ে ধরতে পারলে তারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধীনে জীবনযাপন করবে এবং শান্তির সঙ্গে জীবন কাটাবে- তখন তারা সকলকিছুকে প্রতিপালকের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেবে। সুতরাং, খ্রিষ্টানদের মানসিকতা থেকে আল্লাহর প্রতি ভাবনা দূরে সরিয়ে দিতে হবে এবং সে-স্থলে সম্পদ ও বস্তুগত চাহিদাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।*"

এ কোনো জুলুম-স্বেচ্ছাচারের বিধি নয়

ইসলামের গণ্ডিতে থেকে নারীর উপর কোনোরূপ নির্যাতন চালানোর সুযোগ নেই পুরুষের জন্য। কারণ, এখানে পুরুষ তার মনমতো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে না; বরং সেও সর্বদা নারীর মতোই আল্লাহর বিধান পালনের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। আমাদের স্বরণ রাখা প্রয়োজন, ইসলামি সমাজে কল্যাণ সাধিত হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে শরিয়তের শিক্ষা উপলব্ধি করা– যেই শিক্ষা মূলত নারী-পুরুষ উভয়ের বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। কল্যাণ সাধিত হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই জীবনের সকল অঙ্গনে শরিয়তের সেই শিক্ষা কার্যকর করা। বস্তুত, একজন মুসলিম তার সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সব সময়ই সে-অনুযায়ীই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। তাদের সেই মানসিকতার সূ² ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহ তায়ালা এই বাণীটিতে,

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

“এটি নিতান্তই সম্ভব যে তোমরা একটি বিষয় অপছন্দ কর্রা, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আবার কোনো একটি বিষয় তোমরা পছন্দ করো, অথচ বাস্তবে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।”[৪১]

---

৪১. সুরা বাকারা: ২১৬।

সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু

এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, মুসলিম নারীরা যে-সমস্ত কারণে পিছিয়ে পড়েছে এবং মুসলিম দেশসমূহে বর্তমানে যে-সব কারণে তারা জুলুমের শিকার হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে মতবিনিময় করা।

এর একটি কারণ হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ইসলামি বিধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা আর সামাজিক ক্ষেত্রের অনেককিছুই ইসলামি নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই দূরবর্তিতার কারণেই মূলত এসব অনাচারের উদ্ভব ঘটেছে। আমাদের দেশসমূহে নারীর উপর যে-রকম নির্যাতন চলে, পুরুষরাও কিন্তু অনুরূপ ভুক্তভোগী, কেউই আসলে নিষ্পেষণের বাহিরে নেই। কিন্তু এই অত্যাচারের পেছনে মূলত ইসলাম দায়ী নয়, বরং এর জন্য দায়ী হচ্ছে ইসলাম থেকে আমাদের দূরবর্তী অবস্থান গ্রহণ এবং জীবন থেকে ধর্মকে পৃথককরণের চেষ্টা।

আমরা অন্যায়ের সমর্থন করি না

আমরা নিজেদের ভুলগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না এবং দর্শনের মারপ্যাঁচে ফেলে সেগুলোকে বৈধও বলতে পারি না। বাস্তবিকপক্ষেই কিছু ক্ষেত্রে এখানে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, তাদের ব্যাপারে অনেক ভ্রান্ত মনোভাব পোষণ করা হয়। আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ রয়েছেন, যারা মনে করেন যে নারীর জন্য শিক্ষিত হওয়া বৈধ নয়। তাদের কথা এরকম যে- মেয়েমানুষ একবার ঘর থেকে বের হবে স্বামীর বাড়ির উদ্দেশ্যে, অন্যবার বের হবে কবরের উদ্দেশ্যে। অনেকের মানসে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে- নারী সম্মান ও মূল্যায়ন পাওয়ার যোগ্য নয়। এখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নারীর উপর অসাধ্য বোঝা চাপিয়ে দেয় আর তার দুর্বলতার প্রতি কোনোরূপ মায়া প্রদর্শন করে

না। এমন অনেক নিষ্ঠুর পিতা আর মূর্খ স্বামী আছে, যারা তাদের অধীনস্ত নারীদের পরের বাড়ির গরু পেটানোর মতো মারধোর করে।

আমরা এগুলো আমলে নিই, এসবের ক্ষেত্রে অন্ধ সেজে বসে থাকি না। তবে আমরা এটিও বুঝতে পারি যে– এসব হচ্ছে মূলত মুসলিম জাতির পুরুষ-মহিলা-যুবক নির্বিশেষে সকলের উপর নেমে আসা শতশত রোগের মাঝে একটিমাত্র রোগ কেবল। তাই আমরা সে-সকল লোকের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করি, যারা মুসলিম সমাজের বক্রতা সোজা করা, তাদের বিপর্যস্ত বিষয়গুলো সংশোধন করা এবং তাদের মধ্যে সত্যমুখিতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলে দিতে চাই, আমরা একটি ভুলকে অন্য আরেকটি ভুলের মাধ্যমে সমাধান করতে আগ্রহী নই। বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে আমরা ছাড়াছাড়িকে গ্রহণ করতে চাই না এবং এক ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে অন্য ভ্রষ্টতাতেও প্রবেশ করতে রাজি না। কোনো নীতি-মানদণ্ড ব্যতীত একবার ডানে আরেকবার বামে যাওয়ার মতো উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরাঘোরি আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। কারণ, আমাদের নিকট রয়েছে ইসলামের অমিয় বাণী, আর আমরা এও জানি যে– ইসলাম অনুসরণের মাধ্যমেই ইতোপূর্বে আমাদের জীবনে সংশোধনধর্মী কল্যাণ অর্জিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা ইমাম মালেকের উপর রহমত বর্ষণ করুন– তিনি একটি তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেন, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها "*এই উম্মতের শেষভাগের সংশোধনও সেই বিষয়ে নিহিত, যার মাধ্যমে এর প্রথমাংশ সংশোধন অর্জন করেছিল।*"

ইসলামি সমাজে নারী

যারা মুসলিমদের প্রতিবেশে থাকে এবং ইসলামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, তারা জানে যে– ইসলামি সমাজে নারীর জন্য এমন উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষিত রয়েছে, যা তার সম্মান রক্ষা করে, মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করে আর তার সতীত্ব হেফাজত করে।

ইসলাম নারীকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মতো নিকৃষ্ট জীবানু মনে করে না। বরং তা নারীর প্রাকৃতিক সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি প্রদান করে, যার মাধ্যমে সে ভ্রান্ত ধর্মগুলো দ্বারা তার উপর নিক্ষিপ্ত লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। ইসলাম বলে, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের অংশ থেকে এবং নারীর সৃষ্টি পুরুষের জন্য নেয়ামতস্বরূপ বিধায় পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে সে-জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করা। যেমন কুরআনে এসেছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"*তার নিদর্শনের একটি হচ্ছে, তিনি তোমাদের প্রশান্তির জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ও দয়ামায়া তৈরি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় চিন্তাশীল জাতির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।*"[৪২] অন্যত্র এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝

---

৪২. সুরা রুম: ২১।

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন আর সেই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং উভয়ের থেকে প্রচুর নারী-পুরুষের প্রসার ঘটিয়েছেন।"[৪৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে নারী আর পুরুষ সমান। কেননা, পুরুষের মতো তার উপরও আল্লাহ তায়ালা শরিয়ত পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অতএব, সে-ও যখন পুরুষের মতো আল্লাহর বিধান পালন করবে, তখন প্রশংসিত হবে; পক্ষান্তরে সে যদি সত্যপথ বিমুখ হয়, তখনও সে পুরুষের মতোই নিন্দিত হবে। এ ব্যাপারে কুরআন বলে,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

"যে অসৎকর্ম করবে, তাকে অনুরূপ বদলাই দেওয়া হবে; পক্ষান্তরে যেই মুমিন পুরুষ বা নারী সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের সেখানে অগণিত রিজিক প্রদান করা হবে।"[৪৪] অন্যত্র এসেছে,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۝

"সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন– আমি কোনো পুরুষ বা মহিলার আমল নষ্ট করব না; তোমরা পরস্পর একইরকম।"[৪৫] অন্যত্র এসেছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

---

৪৩. সুরা নিসা: ১।

৪৪. সুরা মুমিন: ৪০।

৪৫. সুরা আলে ইমরান: ১৯৫।

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, ইবাদতকারী পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, সদকাকারী পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী এবং অধিকহারে আল্লাহর স্মরণকারী পুরুষ ও নারী যারা রয়েছে, তাদের সকলের জন্যই তিনি ক্ষমা এবং বিশাল প্রতিদানের ব্যবস্থা রেখেছেন।"[৪৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ গঠনে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং তার বোঝা বহন করা উভয়েরই দায়িত্ব। যেমন কুরআন বলছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

"মুমিন পুরুষ ও নারী একে অপরের সহযোগী; তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। অচিরেই এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"[৪৭]

এই সমাজের দৃষ্টিতে নারীকে কষ্ট দেওয়া পুরুষকে কষ্ট দেওয়ারই অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা এমন ঘৃণ্যকর্ম সম্পাদনকারীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

---

৪৬. সুরা আহযাব: ৩৫।

কুরআনে মুসলিমদের আইনকানুন ও সুসংবাদ শুনানোর ক্ষেত্রে সম্বোধন করতে গিয়ে সাধারণত পুংলিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– যদিও নারীগণ সেই সম্বোধনেরই অন্তর্ভুক্ত থাকত। কিন্তু কোনো-কোনো নারী সাহাবির অন্তরে তখন এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো যে– আল্লাহ তায়ালা যদি বিশেষভাবে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ দ্বারাও তাদের কোনো সুসংবাদ দিতেন...। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাওযীহুল কুরআন, আয়াতের টীকা: সংক্ষেপিত)–অনুবাদক

৪৭. সুরা তাওবাহ: ৭১।

এমন কর্মের দরুন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। যেমন কুরআনে এসেছে,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۝

"যারা ইমানদার পুরুষ ও নারীকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপ বহন করেছে।"[৪৮]

এমনইভাবে, যারা ইমানদার পুরুষ ও নারীদের শাস্তি দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে কুরআন বলে,

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۝

"নিশ্চিত জেনে রেখো, যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, কিন্তু পরে তওবাও করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং আগুনের শাস্তি।"[৪৯]

আমাদের আরো জেনে রাখা উচিত, মুসলিম সমাজের নারীরা নিজেদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে উপকারী ইলম ও জ্ঞান শিক্ষা করার অধিকার রাখে। যেমন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) কর্তৃক নারীদের শিক্ষাদান, তাদের জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহর রাসুলের খুতবা শোনার ঘটনা তো গোপন কিছু নয়। এই ঘটনাও প্রমাণিত রয়েছে যে– কুরাইশ গোত্রের নারী শিফা বিনতে আবদুল্লাহ উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা (রা.)-কে হস্তলিপি শিক্ষা দিয়েছেন। আর সেটি হয়েছিল আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম)-এর অনুমতিক্রমেই...।[৫০]

পাশাপাশি, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة অর্থাৎ, *"প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।"*– শায়খ

---

৪৮. সুরা আহযাব: ৫৮।
৪৯. সুরা বুরূজ: ১০।
৫০. *'সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহাহ'*: হাদিস নং: ১৭৮।

নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহ.) এই হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫১]

এমনইভাবে, ইসলাম নারীর জন্য উত্তরাধিকার, মালিকানা এবং নিজ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। অথচ সেই সময়ের পরেও ইউরোপের কিছু দেশে এসমস্ত অধিকারকে স্বীকার করা হতো না।

ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর জন্য পছন্দ-অপছন্দের অধিকার সাব্যস্ত করেছে। বিধায় এ ক্ষেত্রে তার অনুমতি নিতে হয় এবং অপছন্দনীয় বিয়ের প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তাকে তার অভিভাবক তার অপছন্দনীয় পুরুষকে নিজের বর হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারে না।

ইমাম আহমাদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ (রহ.) প্রমুখ স্বীয় হাদিসগ্রন্থসমূহে হজরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, *"আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম)-এর নিকট এক তরুণী এসে অভিযোগ করে বলল, আমার পিতা তার ভাতিজার হীনতা দূর করতে আমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।* বুরাইদা বলেন, *তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বিষয়টির সুরাহাভার তরুণীর উপরই ছেড়ে দিলেন। তখন সে বলল, আমি আমার পিতার কর্মকে অনুমোদন করলাম, তবে আমি মেয়েদের এটি জানাতে চেয়েছিলাম যে– এ ব্যাপারে পিতাদের [সর্বেসর্বা] কোনোরূপ কর্তৃত্ব নেই।"*

অর্থাৎ তাদের অপছন্দনীয় স্থানে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উপর জোরজবরদস্তি চালানোর কোনো সুযোগ নেই।

ইসলাম স্বামীর উপরেও স্ত্রীর জন্য বিভিন্ন অধিকার সাব্যস্ত করেছে, যেমন কিনা স্ত্রীর উপরেও তার জন্য নানান অধিকার রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۞

---

৫১. মুহাম্মদ রশিদ রেজাকৃত *'হুকুকুন নিসা'* গ্রন্থের উপর শায়খ আলবানির টীকা থেকে সংগৃহীত: ১৯।

"তাদের উপর যেমন স্বামীদের অধিকার আছে, অনুরূপ স্বামীদের উপরও তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। তবে তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[৫২]

এখানে শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্তৃত্ব। এ ক্ষেত্রে কুরআন বলে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"আল্লাহকর্তৃক কতকের উপর কতকের শ্রেষ্ঠত্বদান-নীতি এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করার ভিত্তিতে পুরুষ নারীদের অভিভাবক।"[৫৩]

৫২. সূরা বাকারা: ২২৮।

৫৩. নিসা: ৩৪।

নারী ও পুরুষের মাঝে মর্যাদাগত ব্যবধান

আয়াতে উল্লেখিত বাক্য **"আল্লাহকর্তৃক কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্বদান-নীতির ভিত্তিতে"**- এটিকে সামনে রেখে আমি আলো-বিরোধী বাঁদুর প্রজাতির লোক ও স্বঘোষিত প্রগতিবাদীদের তীব্র সমালোচনা করছি। তারা বলে থাকে, মর্যাদাগত ব্যবধানের এই নীতি নারীর প্রতি অত্যাচার ও অসম্মান প্রদর্শন। বস্তুত, আল্লাহর প্রতি অত্যাচারকরণের সম্বন্ধ করে তারা সত্যপথ-বিচ্যুত হয়েছে এবং নিজেদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, কুরআন এখানে একটি বিষয়ের বাস্তবতা বর্ণনা করেছে কেবল। অর্থাৎ ঘর হচ্ছে ছোট পরিসরে সমাজেরই অনুরূপ- বিধায় ঘরও সমাজের মতো পরিচালনার মুখাপেক্ষী এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্তদানকারীর ভূমিকা পালন করে গার্হস্থ্য কার্যাবলিকে সুস্থিরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানেও একজন কর্তৃত্বশালী ও প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। এবার লক্ষ করুন, আল্লাহ তায়ালা পুরুষের জন্য মর্যাদা সাব্যস্ত করেছেন দুটো বিষয়ের ভিত্তিতে–

১। সে পরিবার এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২। আল্লাহকর্তৃক শ্রেষ্ঠত্বদান। আর এর রহস্য হচ্ছে, আল্লাহ তাকে এমনকিছু গুণ দান করেছেন, যা দ্বারা নারীর থেকে তার বিশিষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। আর সে-সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সে তার বিশেষ ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে।

যারা নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য থাকার ব্যাপারটি স্বীকার করে না, তারা মূলত বাস্তবতার সামনে অন্ধত্বের চশমা ধারণ করে নিয়েছে। আর যারা

কিনা নেতৃত্বের ব্যাপারে পুরুষের অধিক উপযুক্ততা অস্বীকার করে, তাদের অন্ধত্ব তো আরো অধিক ও প্রকট।

"জীববিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে– নারীর শারীরিক গঠন পুরুষের গঠনের মতো নয়। তার শারীরিক গঠন ও গ্রন্থিগুলোকে নারীত্বের চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন তার সরু কোমর, উত্থিত স্তনযুগল, নরম কাঁধ, কোমল আবেগ, মোলায়েম স্পর্শ, মিষ্ট কণ্ঠ, অধিক লজ্জাশীলতা, অল্প সহিষ্ণুতা, ভারবহনে দুর্বলতা ইত্যাদি।

নারী প্রত্যেক মাসে পিরিয়ডগ্রস্থ হয়ে থাকে। এটি তার হজমশক্তিতে সমস্যার সৃষ্টি করে, পেটব্যথা ও মাথাব্যথা তৈরি করে, ইন্দ্রিয়কে শিথিল করে দেয়, চিন্তাশক্তিতে দুর্বলতা আনে, তাকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে।

সে গর্ভবতী হয়। এর প্রথম মাসগুলোতে সে বমিভাব, খাবার-পানির প্রতি অনিহা, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, অলসতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। গর্ভবতী মা স্বাভাবিকভাবে নয় মাস গর্ভ বহন করে চলে। শেষের মাসগুলোতে তার যন্ত্রণা তীব্র হয়, তাই এসময় সে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না আর তার পেট, বুক ও মাথায় ব্যথা অনুভব করে। এক বছরের জন্য এসব যন্ত্রণা তার গলায় ফাঁসের মতো আটকে থাকে, তার মেজাজ খিটখিটে করে রাখে আর তার আরামকে একদম হারাম করে ছাড়ে।

অতঃপর সে সন্তান প্রসব করে। প্রসব-পরবর্তী প্রথম সপ্তাহগুলোতে সে নানান রোগে আক্রান্ত হয়। এরপর আসে দুধ পান করানোর পালা। পূর্ণ সময় দুধ পান করানো নারীরা দুই বছর যাবৎ দুর্বল সন্তানকে দুধ পান করাতে থাকে। মায়ের গৃহীত খাদ্য দুধে রূপান্তরিত হয়ে প্রকৃতির আমানতের তৃষ্ণা মেটায়। অতঃপর সে সন্তানকে খাদ্যে অভ্যস্ত করে তোলে। সে-সময় তার অধিকাংশ সময়ই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ আর তাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যয় হয়।"[৫৪]

আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা বলছে যে– সৃষ্টিকর্তা পুরুষ-মহিলা উভয়কে তাদের জন্য সামঞ্জস্যশীল গুণাগুণ দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং তাদের পালনীয় দায়িত্ব আদায় করার যোগ্যতা দান করেছেন। সামিরা সাইয়েগ 'আদ-

---

৫৪. মান্না কাত্তান রচিত *'নিজামুল উসরা'*: পৃ.: ২০।

দিয়ার' ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন,[৫৫] সেখানে তিনি বলেন, *"একটি নারীমস্তিষ্কের কার্যক্রম এবং একটি পুরুষমস্তিষ্কের কার্যক্রমের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। উভয় মস্তিষ্কের সক্রিয় বিভাগগুলো একরকম নয়। নারী যদিও নিজেকে পুরুষের সঙ্গে পার্থক্যহীন বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাস্তব বিষয় এটিই।"*

তিনি আরো বলেন, *"সমসাময়িক নারীরা শারীরিক ক্ষমতা এবং বুদ্ধিগত দক্ষতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু আজ এমন মত– বরং বৈজ্ঞানিক ভাষ্য সামনে আসছে, যা মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মস্তিষ্কগত পার্থক্য থাকার বিষয়টিকে শক্তিশালী করে তোলে। ফলস্বরূপ বলা যায়, পুরুষমস্তিষ্ক এবং নারীমস্তিষ্কের [ভিন্নতার] বিষয়টি বাস্তব।*

বিজ্ঞানীরা মানব-মস্তিষ্ককে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন– তথা ডানভাগ ও বামভাগ। তারা জোর দিয়ে বলেন যে– পুরুমস্তিষ্কের ডানভাগ নারীমস্তিষ্কের ডানভাগের তুলনায় শক্তিশালী। তাহলে বলুন, এর অর্থ কী দাঁড়ায়...?! মস্তিষ্ক অনেকগুলো নরম টিস্যু দ্বারা গঠিত একটি অঙ্গ, যেখানে পাতলা রক্তনালি ছড়িয়ে রয়েছে। এটি এমন কিছু স্নায়ুর সমষ্টি, যা বাহিরের অবস্থাকে ভেতরে অনুভূতিরূপে বহন করে এবং কার্যসম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের নির্দেশকে শরীরের অন্যান্য অঙ্গে প্রেরণ করে।

উল্লিখিত আলোচনাটি হলো মস্তিষ্কের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। আর এর কর্ম-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আধুনিক বিজ্ঞান বলে, মস্তিষ্ক বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত। প্রত্যেকটি কেন্দ্রই এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।"

মস্তিষ্ক ইমেজিং-এর উপর সক্ষমতা আসার পর এই তত্ত্বটি জোরদার হয়েছে।

লেখিকা উল্লেখ করেন, সুইডেনের লুডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সুইডিশ ডক্টর ডেভিড ইনগ্রামের অবদান এই ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ড. ইনগ্রাম মস্তিষ্ক ইমেজিং করার জন্য রক্তে দ্রবীভূত হতে পারে ও বিকিরণ সৃষ্টি করতে পারে, এমন এক প্রকার গ্যাস ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, মস্তিষ্ক বিভিন্নধর্মী সক্রিয়তায় লিপ্ত থাকে। তিনি ইনজেকশনের মাধ্যমে

---

৫৫. *'মাজাল্লাতুদ দিয়ার'*: সংখ্যা: ১০৬; তারিখ: ৫-১১.৫.১৯৭৫খ্রি.।

সেই দ্রবীভূত গ্যাসকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করান এবং রক্তনালির মাধ্যমে সেটি মস্তিষ্কে প্রেরণ করেন। তখন তিনি মাথার ভেতরের বিভিন্ন অংশে সংগঠিত অবস্থাগুলো শক্তিশালী রিসিভারের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রেরণ করে তার ছবি তুলছিলেন এবং মস্তিষ্কের সেই মুহূর্তের কার্যধারা সংরক্ষণ করছিলেন, পাশাপাশি কার্যসম্পাদনের মূল কেন্দ্রগুলোও তখন চিহ্নিত করছিলেন। তখন ড. ইনগ্রাম লক্ষ করেছেন যে– মস্তিষ্ক থেকে প্রকাশিত কার্যক্রমগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে...। সেখানে যখন কাজের চাপ বাড়ে, তখন পূর্বনির্ধারিত স্থান থেকেই কর্মশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

এখন মস্তিষ্কের এমন স্থানগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো একাধিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। এখানে একটি বিশেষ কেন্দ্র রয়েছে, যা দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির কাজ করে। এখানে রয়েছে ঘ্রাণশক্তির জন্য ভিন্ন স্থান, ভাবনাশক্তির জন্য ভিন্ন স্থান, বাকশক্তির জন্য ভিন্ন স্থান, পড়া ও হিসাবের জন্য ভিন্ন স্থান, শারীরিক নড়াচড়ার জন্য ভিন্ন স্থান। এমনইভাবে, রাগ, ভালোবাসা ইত্যাদি অন্তর সম্পর্কীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যও রয়েছে আলাদা আলাদা স্থান।

এসমস্ত বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে– পুরুষমস্তিষ্কের ডান অংশ অধিক কর্মোদ্যমী আর নারীমস্তিষ্কের বাম অংশ অধিক কর্মতৎপর।

উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের ডান অংশে বিশেষ কিছু স্থান রয়েছে, যেগুলো ভাষা ও আওয়াজ শ্রবণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার সেই অংশ অঙ্কন বোঝা, স্বপ্ন দেখা, দূরত্ব অনুমান করা এবং সংকেত অনুধাবন করার কাজ করে থাকে। অতএব, এই পর্যবেক্ষণ পুরুষদের গণিত, প্রকৌশল, সঙ্গীত– অর্থাৎ সংকেত সংক্রান্ত বিষয়াদিতে বুৎপত্তি অর্জনের বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। উল্লেখ্য, সংকেতগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

আর মস্তিষ্কের বামপার্শ্ব শ্রবণশক্তি সম্পৃক্ত সে-সব বিষয় ধারণ করে, যা বাক্য ও শব্দ আহরণ এবং তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা, পাশাপাশি সেই বাক্য ও শব্দগুলো পাঠ করা ইত্যাদির কার্যে ব্যবহৃত হয়। এরই ফলে নারীর মধ্যে শিষ্টাচার এবং হস্তশিল্পে বুৎপত্তি অর্জিত হয়।

দিগদিগন্তে নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি

আমাদের জন্য আল্লাহর এই আয়াত বারবার পাঠ করা উচিত,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۝

"আমি তাদের দিগদিগন্তে এবং স্বয়ং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করাব, এমনকি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে- নিশ্চয় এটি সত্য।"[৫৬]

অতএব, কুরআন কী বলছে দেখুন,

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۝

"যদি দুজন পুরুষ না-থাকে, তবে তোমাদের পছন্দনীয় একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসাবে রাখো, কারণ মহিলা একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"[৫৭]

এখানে অর্থনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার বুদ্ধিকেন্দ্রিক গভীরতা নিয়ে আধুনিককালের এসমস্ত গবেষণা খোদাপ্রদত্ত এই বিধিপ্রণয়ন-রহস্যের বাস্তবতা প্রকাশ করে থাকে।

---

৫৬. সুরা হামিম সাজদা: ৫৩।

৫৭. সুরা বাকারা: ২৮২।

আমাদের এই শরিয়ত নারী-পুরুষের বুদ্ধিগত সীমারেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিধান প্রণয়ন করেছে। কেননা, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞ। অতএব, যা আমাদের সম্পদকে হেফাজত করতে পারে, তিনি সেভাবেই আমাদের বিধান দান করেছেন। অন্যদিকে, মহিলার সাক্ষ্য যেহেতু কখনো আমাদের প্রয়োজনও হতে পারে, তাই সে-মুহূর্তের দিকে লক্ষ রেখে মহিলা দুজন হওয়ার শর্ত করে তাদের সাক্ষ্যকেও আমাদের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে নারী-সাক্ষী দুজন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, ***"তাদের একজন যদি ভুলে যায়, তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে"***। এর কারণ হচ্ছে, সম্পদ ও তা সংরক্ষণবিষয়ক চিন্তাভাবনা নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে অধিক ও শক্তিশালীরূপে বিরাজমান থাকে।

নারী ক্ষতিগ্রস্ত নয়

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে– নারী ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। কেননা, সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ সত্তা আল্লাহর বিচক্ষণতা থেকে এমন নিয়মনীতি প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক, যার উপর চলে নারী তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। একজন মহিলা গার্হস্থ্য বিষয়াদি এবং সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ, এই ক্ষেত্রে তার রয়েছে সহানুভূতি, কোমলতা এবং দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী শারীরিক গঠন– যেমন তার স্নায়ুকেন্দ্রিক দুর্বলতা, যা তার গর্ভধারণ ও প্রসব বেদনার অনুভূতিকে লঘু করতে ভূমিকা রাখে।

একজন নারী তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নারীত্ব হারানোর ব্যাপারে খুবই তটস্থ থাকে। যদি তার স্তন মিশে থাকে, চেহারায় লোম গজায়, আওয়াজ কর্কশ হয় কিংবা পুরুষজাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিরাজ করে, এ নিয়ে সে খুবই আতঙ্কিতভাবে দিনাতিপাত করে। কিন্তু পুরুষমহলে নারীর প্রবেশ তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেক কিছুকেই নিঃশেষ করে দেয়, যা হারিয়ে তার প্রচুর অশ্রু ঝরাতে হয়।

গত শতাব্দীর শেষদিক হতে পাশ্চাত্যে নতুন একপ্রকার নারীর প্রকাশ ঘটেছে, যাদের জনৈক ইংরেজ লেখক 'তৃতীয় লিঙ্গ'[৫৮] বলে উল্লেখ করেছেন। এ-প্রকারের নারীরা তাদের প্রকৃতিগত অবস্থান থেকে বের হয়ে নিজেদের পুরুষের আঙিনায় ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে পুরুষ হিসেবে চলার চেষ্টা করে।

এরা নারীত্বকে হারিয়ে না নারীত্বে ফিরে যেতে পেরেছে, আর না পুরুষের কাতারে ঢুকতে পেরেছে। এরা প্রকৃতি এবং গঠনগত দিক থেকে পুরুষের বিপরীত রয়ে গেছে, আবার দায়িত্ব ও কর্মগত দিক থেকে নারীত্ব থেকে বের হয়ে গেছে। জনৈক ইংরেজ লেখক এদের অবস্থা নিয়ে সূক্ষ্মভাবে গবেষণা পরিচালনা করে দেখেছেন যে– এরা বিয়ে করা ছেড়ে দিয়েছে এবং মাতৃত্ব ও এই সংক্রান্ত সকলকিছুকে পরিত্যাগ করেছে। এরা এখন সমগোত্রীয় নারীদের অনুভব-অনুভূতির ক্ষেত্রে বিকৃতির শিকার, এরা এমন অবসাদের দরজায় অবস্থান করছে যে– দেখে মনে হয় এরা যেন melancholy রোগে আক্রান্ত।

পথ আজও বাকি

এতকিছুর পরেও আরববিশ্ব ও ইসলামি দেশগুলোর জন্য আশার আলো নির্বাপিত হয়নি, এখনও সংশোধনের পথ বাকি আছে। কারণ, এই বিকৃত আদর্শে আমাদের নারীরা পশ্চিমা নারীদের মতো এতটা বেশি নিমজ্জিত হয়ে পড়েনি। আমাদের দেশসমূহের প্রেক্ষিতে আমরা যাদের স্বাধীনচেতা নারী বলে বুঝে থাকি, তারাও পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা নারীদের মতো স্বাধীনতা ও মুক্তি নামের গর্তে পতিত হয়ে যায়নি। দেখুন, ইনি একজন স্বাধীনচেতা নারী ডাক্তার বলে পরিচিত, তিনি '*সিয়াসাতে কুয়েতিয়্যাহ*' পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "*নারীর কেন্দ্রবিন্দু একটিই– আর তা হচ্ছে আল্লাহ তার হাতে মাতৃত্বের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।*"[৫৯]

---

৫৮. '*হুসুনুনা মুহাদ্দাদাতুন মিন দাখিলিহা*': ১১২।

৫৯. '*জারিদাতুস সিয়াসাহ*': সংখ্যা: ৩৮৮২; তারিখ: ১৯.৪.১৯৭৯খ্রি.।

ইনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী জর্ডানের মহিলা সচিব, তিনি একটি রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারে বলেন,[৬০] *"আমি স্রষ্টা আর সৃষ্টের দর্শনকে কেন্দ্র করে তর্কে জড়াতে আগ্রহবোধ করি না। কারণ, নারী তো পুরুষ নয়– যদিও তারা একে অপর থেকে অমুখাপেক্ষীও নয়। পুরুষরা নারীর জন্য অনবরত চেষ্টাসাধনা করে যায়, অনুরূপ অবদান নারীরও। উভয়ই একে অপরের পরিপূরক– অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘরই একজন রাজা আর একজন রানির।"*

তিনি আরো বলেন, *"সুতরাং, রাজার দায়িত্ব হচ্ছে ঘরের কল্যাণ তালাশ করা এবং রানির দায়িত্ব হচ্ছে ঘর ও পরিবারের দেখভাল করা আর সর্বদিক দিয়ে এই রাজত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করা।"*

তিনি আরো বলেন, *"সমান অধিকারের দাবি আমার দৃষ্টিতে কুসংস্কার ব্যতীত কিছুই নয়। আমার ধারণামতে, এটি এর দাবিদার নারীদের পক্ষ থেকে স্বার্থকেন্দ্রিক তোড়জোড় কেবল। এসমস্ত নারী প্রত্যেকটি বিষয়েই ব্যর্থ। অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁপা কিছু শ্লোগান দেওয়া ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই।"*

অন্য একজন নারী –যিনি আমাদের যুগের ভাষায় স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন, কারণ ১৯৭৯খ্রি.-তে তাকে 'মিস লেবাবন' হিসেবে বাছাই করা হয়– এসব সত্ত্বেও তার ভাষ্য হচ্ছে,[৬১] *"নারী শুরু থেকেই পুরুষের কল্যাণের জন্য। সে যত উন্নতিই অর্জন করুক, তার এই মুখ্য ভূমিকা পরিবর্তিত হতে পারে না। সে আদমের পাঁজরের হাড়, সে তার জন্যই অস্তিত্ব পেয়েছে এবং তার কল্যাণের খাতিরেই জগতে এসেছে।"*

তিনি আরো বলেন, *"নারী আজ উন্নতির ছোঁয়া পেয়েছে। সে এখন পাকঘর থেকে মন্ত্রীসভায় আসন লাভ করেছে, এমনকি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্সি ও প্রধানমন্ত্রীত্ব পর্যন্ত পেয়ে গেছে। আমার মতে, এই আসন-পরিবর্তন ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, নারীকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক একটি উদ্দেশ্যের খাতিরে অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে যখন তা ত্যাগ করবে– যদিও তা উন্নততর কিছু গ্রহণের জন্য হোক, তবুও তখন সে তার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলবে, আর এর কারণে তার মূল্যায়ণ হ্রাস পাবে। আমি নারীর জন্য শ্রেষ্ঠ*

---

৬০. '*জারিদাতুস সিয়াসাহ*': সংখ্যা: ৩৮৮১; তারিখ: ১৮.৪.১৯৭৯খ্রি.।

৬১. '*জারিদাতুস সিয়াসাহ*'; তারিখ: ১৭.৪.১৯৭৯খ্রি.।

মনে করি নিজেকে নারী হিসেবে ধরে রাখা এবং তার জন্য নারীত্বকেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে গণ্য করি।"

উল্লেখ্য, এসমস্ত স্বাধীনচেতা নারীর সকল বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা একমত নই। এখানে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করানো যে– আমাদের নারীদের থেকে ফিতরতের আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি, এমনকি যারা ইউরোপীয় নারীদের রাস্তায় উঠে গেছে, তাদের মধ্যেও কল্যাণের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে।

আমাদের নারীদের মধ্যে সুস্থ ফিতরতবোধ বিদ্যমান থাকার আরো প্রমাণ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে তাদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং গভীর দ্বীনি চেতনা নিয়ে উত্তমরূপে তাতে প্রবেশ করা।

শেষ কথা

কথার শেষে আমি আমাদের মুসলিমবিশ্বের নারীদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। তাদের প্রতি আমার নিবেদন হচ্ছে, আপনারা কাফের রাষ্ট্রসমূহের নারীদের মতো অধঃপতনের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হোন! সেখানকার নারীদের জন্য তাদের ধর্মকর্তৃক তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের জন্য যদিও কিছু গ্রহণযোগ্য ওজর-আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু মুসলিম দেশের নারীদের জন্য সেই আপত্তি তোলার সুযোগ কোথায়?! কারণ, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এমন এক দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন, যা একজন জ্ঞানী ও সচেতন মহিলার সমস্ত চাহিদা-অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন, এখানে এমন অনেক দল রয়েছে, যারা নারী-প্রসঙ্গকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। আবার এখানে এমনও অনেক বিষয় আছে, যেগুলো নারীমুক্তি আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে থাকে। যারা *المعونات الأمريكية السوفيتية* *(আমেরিকা-সোভিয়েত সহায়তা)* বইটি পড়েছেন, তারা কোথাও সংস্কৃতি ও সামাজিকতা প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য তাদের সুদূরপ্রসারী নকশা অঙ্কনের ব্যাপারটি আঁচ করতে পারবেন।

যারা মিসরের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত আছেন, তারা জানেন যে-মুসলিমদের কেন্দ্র দুর্বল করার মানসে সাম্প্রদায়িক খ্রিষ্টানরা মিসরের *'ব্যক্তিগত আইন'* সংক্রান্ত তোলপাড়কে সামনে রেখে সর্বদাই আগুন জ্বালিয়ে রাখে। আর আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রত্যয় নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা নারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার মাধ্যমে আগত প্রজন্মের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে মনোযোগী।

শেষ কথা

কথার শেষে আমি আমাদের মুসলিমবিশ্বের নারীদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। তাদের প্রতি আমার নিবেদন হচ্ছে, আপনারা কাফের রাষ্ট্রসমূহের নারীদের মতো অধঃপতনের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হোন! সেখানকার নারীদের জন্য তাদের ধর্মকর্তৃক তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের জন্য যদিও কিছু গ্রহণযোগ্য ওজর-আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু মুসলিম দেশের নারীদের জন্য সেই আপত্তি তোলার সুযোগ কোথায়?! কারণ, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এমন এক দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন, যা একজন জ্ঞানী ও সচেতন মহিলার সমস্ত চাহিদা-অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন, এখানে এমন অনেক দল রয়েছে, যারা নারী-প্রসঙ্গকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। আবার এখানে এমনও অনেক বিষয় আছে, যেগুলো নারীমুক্তি আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে থাকে। যারা *المعونات الأمريكية السوفيتية* *(আমেরিকা-সোভিয়েত সহায়তা)* বইটি পড়েছেন, তারা কোথাও সংস্কৃতি ও সামাজিকতা প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য তাদের সুদূরপ্রসারী নকশা অঙ্কনের ব্যাপারটি আঁচ করতে পারবেন।

যারা মিসরের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত আছেন, তারা জানেন যে- মুসলিমদের কেন্দ্র দুর্বল করার মানসে সাম্প্রদায়িক খ্রিষ্টানরা মিসরের *'ব্যক্তিগত আইন'* সংক্রান্ত তোলপাড়কে সামনে রেখে সর্বদাই আগুন জ্বালিয়ে রাখে। আর আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রত্যয় নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা নারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার মাধ্যমে আগত প্রজন্মের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে মনোযোগী।

অতএব, আমি আপনাদের সতর্ক করে বলতে চাই, পুরুষের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জীবন গ্রহণ করে নারী ও তার সমাজের জন্য কোনেরূপ মঙ্গল নেই। ইউরোপ-আমেরিকাতে এখন এমন কিছু পুরুষ সংগঠন প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো নারীকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে পুরুষ-অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। বস্তুত, নারীমুক্তি ও নারীকর্তৃত্ব আন্দোলনের ফলে মানদণ্ডহীন ও বিশৃঙ্খল কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে নারী-পুরুষের মাঝে প্রচণ্ড সংঘাতের রূপ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে কারো জন্যই কোনো কল্যাণ নেই; না স্বামীর, না স্ত্রীর, আর না তাদের সন্তানদের...।

আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান হচ্ছে, আপনারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চ করার পেছনে আর ইসলামি বিধানকে কতৃত্বের আসনে বসাতে চেষ্টা-সংগ্রাম করুন। আপনারা যদি তা করেন, তবে তা হবে সত্যের স্বীকৃতির সংগ্রাম, যা অবশেষে কল্যাণ হয়ে ফিরে আসবে আপনার প্রতি এবং আপনার স্বজাতি ও স্বজাতীয় আগামী প্রজন্মের প্রতি।

পক্ষান্তরে, আপনারা যদি ইসলাম ও তার অঙ্কিত পথে ফিরে আসার ক্ষেত্রে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে আপনারা কখনই কল্যাণের মুখ দেখতে পাবেন না আর অবশেষে হবেন সর্বস্ব খোয়ানো নিঃস্ব। আপনারা যদি ইসলামভিন্ন অন্য কোনোদিকে আহ্বানকৃত হয়ে থাকেন, তবে সেই পথের আহ্বায়কবৃন্দ ও নেতৃত্বদানকারীদের দেখতে পাবেন যে– তারা প্রকৃতপক্ষে আপনাদের পুঁজি করে নিজেদের আখের গোছানোয় ব্যস্ত...।

আন্তর্জাতিক নারীবছর ১৯৭৫খ্রি.-তে কুয়েতে একটি নারী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেই সমাবেশের বাস্তব রূপ কী ছিল আর এর রিপোর্টকারী বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যই-বা কেমন ছিল?

'*মাজালিস*' ম্যাগাজিনের ২৬তম সংখ্যা (২২.৩.১৯৭৫খ্রি.)-এর ভাষ্য হচ্ছে এরকম, "*স্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে যে– কুয়েতি নারীরা এই সমাবেশ থেকে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। এখানে আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি ব্যতীত কোনোকিছুই ছিল না।*"

ম্যাগাজিনটি আরো বলে, "*সমাবেশ পরিচালনার ভার অকুয়েতি দক্ষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। কুয়েতি নারীদের মধ্যে নারীসমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন মহিলাকেও আমরা পাইনি।*"

তা আরো বলছে, *"সম্মেলনের বিষয়বস্তুর অবস্থা ছিল করুণ, তা স্বয়ং মহিলাদের ব্যাপারেই ছিল অমনোযোগী।"*

আমি আমার দেশের নারীদের বলতে চাই, নারী-অধিকার নিছক বক্তৃতা, কলম চালানো, সাক্ষাৎকার, সফর এবং সমাবেশের নাম নয়। নারীর গঠনমূলক ঐকান্তিক কাজের জন্য রয়েছে সেই ময়দান, যেখানে সে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। আমরা আপনাদের কাছে কামনা করি সেই নারী, যারা আমাদের নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রজন্ম উপহার দেবে। আমরা চাই এমন নারী, যে সমাজের ব্যথা বুঝবে এবং ইয়াতিম, মাতৃহারা, গরিব ও নিঃস্বদের হাহাকার অনুভব করতে পারবে; এমন নারী, যে উম্মতের দুর্দশা ও মুসিবতকে উপলব্ধি করবে; এমন নারী, যে তার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত দানকে তার রাস্তাতেই উৎসর্গ করবে...।

আমরা এমন রক্তগোশতসর্বস্ব নারী চাই না, যারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সুগন্ধ-সুরভিত হয়ে ও বাহারি সাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং উপস্থিতিকে নিজের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে– অথচ অজ্ঞতার দরুন তাদের কথার আগামাথা কেউই কিছু বুঝতে পারে না।

আমাদের দেশে আমরা এমন নারী চাই না, যাদের যা-ই শিখিয়ে দেওয়া হয়, সেটিই তারা তোতার ন্যায় জপতে থাকে; যে পোশাকই তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়, সেটিই তারা গায়ে জড়িয়ে নেয়; গ্রন্থে লিখিতরূপে যা-ই পায়, তার সমস্ত কথাই তারা নিজেদের চেতনার খোরাক বানিয়ে নেয়; একবারের কথা শুনেই যার-তার পেছনে তাড়িত হয়ে যায় আর প্রত্যেক ধোঁকাবাজের মিষ্টি কথার পেছনেই ছুটে বেড়ায়।

আমরা চাই– নারী তার বিশ্বাস, চেতনা, চালচলন, পরিচ্ছদ এবং জীবনাচারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিক।

সারাংশে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে–

আমরা এমন মুসলিম নারী চাই, যে সমস্ত বিষয়কে আসমানি পাল্লায় পরিমাপ করবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের আলোকে চলবে, দুনিয়াতে বসবাস করেও যে আখিরাতের পানে দৃষ্টি রাখবে, ইসলামকে জীবনযাপনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) কে আদর্শ ও অনুসরণীয় হিসাবে আপন করে নেবে।

আমাদের দৃষ্টিতে সেই নারীই বাস্তবজীবনে তার নিজের জন্য, পাশাপাশি অন্যদের জন্যও বিশাল কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর করুণা ও সাহায্য লাভ করে বিশাল মর্যাদার মালিকানা লাভ করতে পারবে।

আল্লাহই সাহায্য কামনার উপযুক্ত।